CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 April, 2023 ■ আগরতলা ২ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১৮ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

সাজিয়ে তোলা হল রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি, এলাহি আয়োজন

কাল শুরু জি-২০ বিজ্ঞান সামিট, ২৩টি দেশের প্রায় ৯০ জন প্রতিনিধি আসছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। জি-২০ সামিটের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ত্রিপুরা। ২৩টি দেশের প্রায় ৯০ জন প্রতিনিধি ওই সামিটে অংশগ্রহণ করবেন। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব অভিষেক চন্দ্রা।

এদিন তিনি জি-২০ বিজ্ঞান সামিটের প্রস্তুতি তুলে ধরে জানিয়েছেন, আগামী ৩ ও ৪ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জি-২০ বিজ্ঞান সামিট। যা রাজ্যের জন্য নিশ্চয়ই গর্বের। এই সামিটকে সার্বিক সফল রূপ দেওয়ার জন্য রাজ্য প্রশাসন থেকে সমস্ত ধরণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইন্ডোর প্রদর্শনী হলে জি-২০ বিজ্ঞান সামিটের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে। এই সামিটের থিম হচ্ছে 'ক্লিন এনার্জি' ফর এ গ্রিনার ফিউচার'। সামিটে জি-২০ ভুক্ত ১৪টি দেশের প্রতিনিধি, অতিরিক্ত আরও ৯টি দেশের আমন্ত্রিত সদস্য ও দেশের কেন্দ্রীয়স্তরের প্রতিনিধি সহ ৮৫ থেকে ৯০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব অভিষেক চন্দ্রা সহ অন্যান্যরা।

জিরানীয়ায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। শনিবার সকালে জিরানিয়ার উত্তর জয়নগরে রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম অভিরাম দেববর্মা (৩৫)।

শনিবার সকালে রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে আরও এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম অভিরাম দেববর্মা। বয়স ৩৫ বছর। বাবার নাম মেথুর দেববর্মা। বাড়ি মান্দাই থানা এলাকার ছয়ঘড়িয়া। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার সকালে আগরতলা থেকে ধর্মনগরগামী একটি রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। স্থানীয় মানুষজন রেল লাইনে রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে খবর দেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে মাটি চাপায় নিহত বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ এপ্রিল।। কুশারঘাট এলাকায় মাটি চাপা পরমৃত্যু হলো এক বৃদ্ধার। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কুশারঘাট এলাকায় রেখা কালাই নামে এক বৃদ্ধার গায়ে মাটি ঘরের মাটি ভেঙ্গেপরে। এতে করে আহত হয় বৃদ্ধা।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর লোকজন আহত বৃদ্ধাকে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েগেল কর্তব্যরত চিকিৎসক বৃদ্ধাকে মৃতবলে ঘোষনা করেন। এই মৃত্যুনিয়ে হাসপাতালে কর্তব্যরত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি মন্ডল সভাপতির নেতৃত্বে ডুকলীর বিডিওর কাছে গুচ্ছ অভিযোগ

পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা স্বদলীয় সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। শাসক দলে আভ্যন্তরীণ কোন্দল দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই কোন্দল প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। শনিবার ডুকলী ব্লকে এ ধরনের চিত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এর জল কোথায় গিয়ে গড়ায় সেটাই এখন দেখার বিষয়। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের আভ্যন্তরীণ বিভেদ সৃষ্টি পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজ্যের শাসক দল বিজেপির সামনে এটি এক বড় ধরনের অশনি সংকেত বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শনিবার ডুকলী ব্লকের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ অভিযোগ তুলে অনাস্থা আনা হয়। শনিবার ডুকলী ব্লকের বিডিও স্বরূপ কুমার পালের নিকট ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ১৫ জন সদস্য সহ ১৮সূর্যমনি নগর মন্ডল সভাপতি মান্তু দেবনাথ এর নেতৃত্বে মন্ডল কমিটির সকল পদাধিকারি একত্রিত হয়ে ডুকলী ব্লকের চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা পেশ করেন। অতিসত্বর নতুন চেয়ারম্যানের আবেদন জানিয়ে এই ডেপুটেশন প্রদান করেন তারা। এতকাল ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত ক্রমে কার্যকর করত।

কিন্তু মাঝে চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস আলোচনা ছাড়াই মর্জি মাফিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এই কারণে পঞ্চায়েতের সদস্য সহ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান তাঁর উপর অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। ব্যক্তিগত ভাবে কাজকর্ম করার প্রচেষ্টা ছিল চেয়ারম্যানের। এই নিয়ে এক প্রকার নাটক মঞ্চস্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, পুলিশের দাবি দূর্ঘটনা, পরিবারের সন্দেহ খুন

কমলপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। বাবা-মার থেকে আলাদা থাকেন অজয় কন্দ(২৫)। তবে, সম্প্রতি স্ত্রী বাড়িতে না থাকায় কয়েকদিন ধরে রাতের আহার বাবা-মার সাথেই সারেন। কিন্তু, শুক্রবার রাতে রাতের আহার সেরে বাড়ি ফেরা হয়নি তাঁর। আজ সকালে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, মৃতের পরিবারের সন্দেহ তাঁকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কমলপুর থানাধীন মায়াছড়ি নতুন বাগান হটাৎ কলোনী এলাকায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মৃতের বাবা অনিল কন্দ জানিয়েছেন, অন্যান্য দিনের মতোই শুক্রবার রাতেও খাবার সেরে দশটা নাগাদ টিআর-০৪-সি-৬৪৫৯ নম্বরের বাইকে চেপে নিজ বাড়িতে চলে গিয়েছিল অজয়। তাঁর সাথে অপর একজন ব্যক্তিও ছিলেন। দুজনেই একসাথে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু, শনিবার সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছি। তিনি জানান, রাস্তার পাশে ঢালু জমিতে বাইকের সাথেই পড়ে ছিল অজয়ের রক্তাক্ত দেহ। ওই খবর পেয়ে পুলিশও ছুটে এসেছে। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, অজয়ের সাথে আরও একজন ব্যক্তি ছিলেন। ওই ব্যক্তি বর্তমানে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন। অথচ, তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে খবর তিনি সকালে পেয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে বিধবাকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। খোয়াই শ্রীনগর পাড়া এলাকায় গভীর রাতে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে এক বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী বখাটে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

ঘটনা খোয়াই থানাধীন সিঙ্গিছড়ার শ্রীনগর পাড়ায় ।রাত প্রায় একটা নাগাদ এলাকার জনৈক সুবোধ ঘোষ (৪৭) নির্জনতার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী এক বিধবা মহিলার বাড়ীর রান্নাঘরের বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকে মহিলাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এখনো গ্রেপ্তার হয়নি অভিযুক্ত ব্যক্তি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭ বছর পূর্বের শত্রুতার জেরে মহিলাকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। দীর্ঘ ৭ বছর আগে শত্রুতার জেরে ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার ভগীরথ পাড়া ভিলেজের হিরা চন্দ্রপাড়ায় মহিলা খুন হয়েছেন।

মহিলার স্বামীর সঙ্গে প্রতিবেশী এক ব্যক্তির ঝগড়া বেধেছিল দীর্ঘ সাত বছর আগে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার প্রতিশোধ নিতেই স্ত্রীকে হত্যা করেছে প্রতিবেশী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে পুলিশ মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি পেয়ে ঘটনার আসল রহস্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ICA/D-009/2023-24

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৭১ ▫ ২ এপ্রিল ২০২৩ ইং ▫ ১৮ চৈত্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

দেশভাগ ভুল ছিল !

বিলম্বিত হয় পাকিস্তানের সচেতন নাগরিকদের। পাকিস্তানের মানুষ বুঝিতে পারিতেছেন দেশভাগ ভুল ছিল। এমনই দাবি করিয়াছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি আরও বলিয়াছেন দেশ ভাগের পর থেকেই পাকিস্তানের মানুষ দুঃখে রহিয়াছেন কষ্টে রহিয়াছেন। যাঁহারা সেসময় ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা আনন্দে খুশিতে বসবাস করিতেছেন।একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া তিনি এই মন্তব্য করিয়াছেন, পাকিস্তানের মানুষ ভীষণ দুঃখে কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহারা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিতেছেন দেশভাগের সিদ্ধান্ত কতটা ভুল ছিল। তাঁহারা নিজেদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে সেসময় যাঁহারা ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা এখন আনন্দে দিন কাটাইতেছেন। এমনই দাবি করিয়াছেন মোহন ভাগবত। ১৮৪৭ সালে দেশভাগ হইয়াছিল কয়েকটা মানুষের জেদি মানসিকতার কারণে। আরএসএস প্রধান এদিন অখণ্ড ভারতের পক্ষে সওয়াল করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন অখণ্ড ভারত খুশি আর আনন্দের প্রতিক। আর খণ্ডিত ভারত মানেই দুঃস্বপ্ন। অখণ্ড ভারত বলিতে তিনি বোঝাইতে চাহিয়াছেন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, মলদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা নিয়া যে প্রাচীণ ভারতের কথা বলিতে চাহিয়াছেন মোহন ভাগবত।সম্প্রতি আর্থিক ভাবে দেউলিয়া অবস্থায় পৌঁছিয়া গিঢয়াছে পাকিস্তান। মারাত্মক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত গোটা দেশ। সাধারণ মানুষের জীবন ধারন কষ্টকর হইয়া গিয়াছে। অগ্নিমূল্য পেট্রোলথেকে শুরু করিয়া গম। জিনিসের দাম ভয়ঙ্কর পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তুমুল বিক্ষোভ আন্দোলন চলিতেছে গোটা দেশে। এরই মাঝে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির বার্তা দিয়াছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।পাকিস্তানে আর ভারত বিরোধী রাজনীতি টিকছে না। সেখানকার সরকারের বিরোধিতায় রাস্তায় নামিয়া বিক্ষোভ দেখাইতেছেন সাধারণ মানুষ। পাকিস্তানের সঙ্গে থাকিতে চাইছে না পাক অধিকৃত কাশ্মীর। ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবিতে সরব হইয়াছেন তাঁহারা। এই নিয়া তোলপাড় আন্তর্জাতিক মহল। পাকিস্তানের যেভাবে অভাব অনটন চলিতেছে তাহাতে পাকিস্তানের মানুষ না খাইয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে। এই অবস্থায় কোন দেশ পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াইতে চাইতেছে না। অফুরন্ত পাকিস্তানের উপর ঋণ ফিরত দেবার জন্য চাপ ক্রমশ বাড়িতেছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে খাবার সরবরাহ করিতে সেই দেশের সরকার হিমশিম খাইতেছে। খাদ্যের জন্য মানুষ হন্যে হইয়া ঘুরিতেছে। খাদ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া মানুষ পদস্পৃষ্ট হইয়া মারা যাইতেছে। অথচ ভারত বর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া বেশ উন্নত হইয়াছে। ভারতে অনাহার মৃত্যু নাই বলিলেই চলে। পরম সুখ শান্তিতে ভারতের নাগরিকরা বসবাস করিতেছেন।

জি-২০ সম্মেলন: শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল(হি.স.) : শনিবার থেকে শিলিগুড়িতে শুরু হচ্ছে জি-২০ সম্মেলন। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী কিষাণ রেড্ডি জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন। কিষাণ রেড্ডিকে বাগডোগরা বিমানবন্দরের বাইরে বিজেপি বিধায়করা জমকালো স্বাগত জানান।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি বলেন, শিলিগুড়িতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের এটি দ্বিতীয় বৈঠক। সম্মেলনে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। এর পর শ্রীনগর এবং সবশেষে গোয়ায় বৈঠক হবে।

উল্লেখ্য, গুজরাটের কচ্ছের পর শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে অংশ নিতে ১৫১ জন প্রতিনিধির একটি দল শিলিগুড়ি পৌঁছেছে। তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে দলের সদস্যরা মাকাইবাড়ি চা বাগান ও পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন করবেন।

নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল হরি কুমার করোনায় আক্রান্ত

ভোপাল, ১ এপ্রিল(হি.স.) : তিনদিনের সম্মিলিত কমান্ডার সম্মেলনে যোগদানকারী নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল আর.কে. হরিকুমার সম্মেলন ত্যাগ করে দিল্লি ফিরে যান। জানা গিয়েছে, তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ভোপালে আসার আগে তিনি করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন। শুক্রবার পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পর সন্ধ্যায় বিশেষ বিমানে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন।

কমান্ডার সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত ১৩০০ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শুক্রবার তার রিপোর্ট আসে। এর মধ্যে নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল হরি কুমারসহ ২২ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তবে কেউই গুরুতর লক্ষণ দেখায়নি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভোপালের কুশাভাউ ঠাকরে কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত সম্মিলিত কমান্ডারদের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও।

হাওড়াকান্ডে রাজ্যপালের বিশেষ সেল নিয়ে বিতর্ক রাজনৈতিক মহলে

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। হাওড়া নিয়ে রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোসের বিশেষ সেল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

শাসক শিবিরের একটি অংশ একে ‘পৃথক প্রশাসন’ চালানোর ইঙ্গিত বলে ব্যাখ্যা করছে। তৃণমূলের প্রশ্ন, আদৌ কি এমন সেল গঠনের বৈধ ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যপালের? দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ শনিবার বলেন, “এই ভাবে বিশেষ সেল গঠনের কোনও বৈধ সংস্থান নেই আইনে। রাজ্যপাল তো রাজ্য প্রশাসনকে নিয়েই কাজ করেন। তবে তিনি যে সেল গঠন করেছেন সেটা মৌখিক না কি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সেটা দেখতে হবে।”

একই সঙ্গে কুণালের আশঙ্কা, “রাজ্যপাল সংবাদমাধ্যম বা অন্য কোনও বেসরকারি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। সেটা যদি হয় তবে সেই রিপোর্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে।”

পঞ্জাবের মান সরকার আইনশৃঙ্খলার সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যর্থ: শেখাওয়াত

চণ্ডীগড়, ১ এপ্রিল(হি.স.) : পঞ্জাবের ভগবন্ত মান সরকারকে আইনশৃঙ্খলার সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি বলেন, আজ পঞ্জাবের পরিবেশ সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পঞ্জাব বিজেপির নির্বাচনী ইনচার্জ শেখাওয়াত শনিবার চণ্ডীগড়ে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন জলন্ধরের প্রাক্তন ডিসিপি রাজীন্দ্র সিং দলে যোগ দেন। এছাড়াও পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের আইনজীবী সন্তোখ উইন্ডার সিং নাভা সহ বহু বুদ্ধিজীবীও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

শেখাওয়াত রাজ্যের ভগবন্ত মান সরকারকে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অনভিজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, পঞ্জাব একটি সীমান্ত রাজ্য। কিছু লোক পঞ্জাবে সন্ত্রাসের খারাপ অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। পঞ্জাব সরকার আইনশৃঙ্খলার সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। শেখাওয়াত বলেন, জলন্ধর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি জোরালোভাবে অংশগ্রহণ করবে। এজন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে দল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি অশ্বনি শর্মা এবং উত্তর-পশ্চিম দিল্লির সাংসদ হংসরাজ হংস সহ বহু নেতা।

এই নগরীর ইতিহাস জানতে ১৫০ বছর ধরে খননকাজ চলছে, লাগবে আরও ১৫০ বছর

তানজিনা হোসেন

সূর্য ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়তে হলো। যেতে হবে প্রায় ৩০০ কিলোমিটারের ওপর পথ, তুরস্কের একেবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, মারমারা সাগরের দারদানেলেস অংশের তীরে অবস্থিত চানাক্কেলে বা কানাক্কেলে অঞ্চলে। তুর্কি ভাষায় কানাক মানে পট বা হাঁড়ি, কেলে অর্থ দুর্গ। পটারিশিল্পের জন্য এককালে বিখ্যাত ছিল এই অঞ্চল, সে জন্য এই নাম। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এলাকাটি হয়ে ওঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা যাঁরা সূর্যোদয়ের আগেই ইস্তাম্বুল ছেড়ে যাচ্ছি, তাঁদের চানাক্কেলে যাওয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন। আমরা চলেছি মহাকাব্যবিখ্যাত এক নগরীর খোঁজে।

১৮৭০ সালে চানাক্কেলের ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং ইজিয়ান সাগরের ৬ কিলোমিটার পূর্বে প্রাচীন এই নগরী খুঁজে পান জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ হেনরিখ শেইলম্যান। খননকাজ করার সময়ই দুনিয়াজুড়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে তোলপাড় পড়ে যায়। কারণ, অচিরেই প্রমাণিত হয় যে এই সেই হারিয়ে যাওয়া ট্রয় নগরী, ইলিয়াড-ওডিসিতে যার উত্থান ও পতনের চমকপ্রদ কাহিনি বয়ান করে গেছেন গ্রিক কবি হোমার। এতকাল ভাবা হতো এ কেবলই কবির কল্পনা, আদতে সত্য নয়। কিছুকাল পর ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের প্রাসাদ ও মূল্যবান সব ধনরত্নও খুঁজে পান হেনরিখ। ট্রয় তাহলে সত্যিই ছিল! ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নারী হেলেন, যে হেলেনকে নিয়ে সৃষ্ট যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে চলেছিল সে যুদ্ধ, আর শেষ পর্যন্ত গ্রিকদের চাতুর্য ও প্রতারণার শিকার হয়ে ধ্বংস হয়েছিল একটি প্রাচীন সভ্যতা। এই আবিষ্কার মানবসভ্যতার বিকাশের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। হেনরিখ পরবর্তী দেড় শ বছরে বেরিয়ে আসতে থাকে ট্রয় নগরীর স্তরের পর স্তর, এখনো চলছে সেই খননকাজ, বেরিয়ে আসছে আদি ইউরোপীয় সভ্যতার সূচনালগ্নের আশ্চর্য সব ইতিহাস। ইস্তাম্বুলের অলিগলি পেরিয়ে আমাদের ভ্যান যখন হাইওয়েতে পড়েছে, পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য তখন উঁকি দিচ্ছে। দিনটা চমৎকার সোনালি, মারমারা সাগরের গাঢ় নীল জলে সূর্যের আলোর ঝিকিমিকি। পথের দুই ধারে জলপাই আর কমলার বাগান। আমাদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। যেমনটা সেদিন উত্তেজিত আর অস্থির হয়েছিলেন তিন গ্রিক দেবী অ্যাথেনা, আফ্রোদিতি ও হেরা। মেষপালক কিন্তু আদতে ট্রয়ের হারিয়ে যাওয়া রাজপুত্র প্যারিস কাকে দেবে সেই মহার্ঘ্য আপেল, কে পাবে ত্রিভুবনের সবচেয়ে সুন্দরী দেবীর তকমা? কাকে বেছে নেবেন প্যারিস? জ্ঞানের দেবী অ্যাথেনা, ক্ষমতার দেবী হেরা নাকি প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি?

হোমার বর্ণিত ট্রয় নগরী সে সময়কার সবচেয়ে শক্তিধর, ধনী আর দৃষ্টিনন্দন শহর। উঁচু একটা পাহাড়ের ওপরে ছিল এই নগরী, চারদিক পাথরের দেয়ালে ঘেরা। সুরক্ষিত ও প্রায় অজেয় এক শহর। শহরে প্রবেশপথে ছিল বিশাল সব গেট, কাঠের তৈরি, যেগুলো বন্ধ করা যেত। ছিল প্রশস্ত সব রাস্তা, বর্গাকার ডিজাইনের পাথরের বাড়িঘর। বাড়িতে জানালা ও দরজার ব্যবহার মানবসভ্যতায় প্রথম ট্রোজানরাই শিখেছিল। তারা শিখেছিল মৃৎশিল্প, আধুনিক স্থাপত্যরীতি, নগর পরিচালনা। যুদ্ধকৌশলে তারা ছিল দুনিয়ার সেরা। ধনসম্পদেও অতুলনীয়। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় ছিল দেবী অ্যাথেনার মন্দির আর রাজা প্রায়ামের অপূর্ব প্রাসাদ। প্যারিস যখন স্পার্টা থেকে রাতের অন্ধকারে হেলেনকে নিয়ে পালিয়ে এলেন, হেলেনের স্বামী স্পার্টার রাজা মেনেলাউস এবং তার ভাই আগামেমনন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নৌবহর নিয়ে ইজিয়ান সাগর পাড়ি দিয়ে এই নগরের পাশে স্কামান্দার নদীর মুখে এসে তাঁবু গেড়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন গ্রিস বা আচিয়ানদের বন্ধুপ্রতিম সব রাজ্যের রাজা।

চানাক্কেলে শহরের মাঝখানে বা সিটি সেন্টারে রয়েছে ট্রয়ের সেই বিখ্যাত ঘোড়ার একটি রেপ্লিকা। গ্রিস-ট্রয়ের যুদ্ধ নিয়ে ব্র্যাড পিট অভিনীত চলচ্চিত্র ট্রয়-এ ব্যবহারের জন্য এই ঘোড়াটি নির্মিত হয়েছিল। সাড়ে ১২ মিটার উঁচু, প্রায় ১২ টন ওজনের স্টিলের তৈরি এই বিশাল ঘোড়া পরে তুরস্ক সরকারকে দিয়ে দেয় ওয়ার্নার ব্রাদার্স। আসল ট্রয় নগরে ঢোকার আগে পর্যটকেরা আগে এই ঘোড়ার সঙ্গে ছবি তুলে নেন। ঘোড়াটার পাশেই প্রাচীন ট্রয়ের একটি সম্ভাব্য নকশা, কীভাবে এই নগরী বহিঃশত্রুদের হাত থেকে নিজেদের সুরক্ষা করত, এই নকশা দেখলে কিছুটা বোঝা যায়। এমনই দুর্ভেদ্য নগরী ছিল ট্রয় যে গ্রিকরা ৯ বছর চেষ্টা করেও নগরীতে প্রবেশ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এই বিশাল ঘোড়াটিকে দেবী অ্যাথেনার আশীর্বাদ হিসেবে উপঢৌকন পাঠানো হয় ট্রয়কে, তার আগে শত শত গ্রিক জাহাজ ইজিয়ান সাগর ছেড়ে চলে যায়, যেন যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধ জেতার আনন্দে ঘোড়াটাকে ভেতরে নিয়ে যায় ট্রয়বাসী। তারপর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ঘোড়ার পেট থেকে একে একে বেরিয়ে আসে গ্রিকরা, নগরদ্বার খুলে দেয়, যা দিয়ে প্রবেশ করে ফিরে আসা জাহাজের সব সশস্ত্র সৈন্য। আর নৃশংসভাবে তারা হত্যা করে ট্রয়ের রাজা-রানিসহ সবাইকে, আগুনে পুড়িয়ে দেয় এই অনিন্দ্যসুন্দর নগরীকে। ঘোড়ার মূর্তি থেকে আধঘণ্টা দক্ষিণে গেলেই সত্যিকারের ট্রয় নগরী।

হোমার বর্ণিত ট্রয় নগরী সে সময়কার সবচেয়ে শক্তিধর, ধনী আর দৃষ্টিনন্দন শহর। উঁচু একটা পাহাড়ের ওপরে ছিল এই নগরী, চারদিক পাথরের দেয়ালে ঘেরা। সুরক্ষিত ও প্রায় অজেয় এক শহর। শহরে প্রবেশপথে ছিল বিশাল সব গেট, কাঠের তৈরি, যেগুলো বন্ধ করা যেত। ছিল প্রশস্ত সব রাস্তা, বর্গাকার ডিজাইনের পাথরের বাড়িঘর।

প্রত্নতত্ত্ববিদ হেনরিখ শেইলম্যান খননকাজের সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে এখানে কেবল একটি নয়, আছে প্রায় ৯টি ট্রয়। মানে এই নগরী বহুবার আক্রান্ত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, কখনো শত্রুদের দ্বারা, কখনো ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, তারপর আবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। ট্রয়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে এ ধারণার প্রমাণ মেলে। একেবারে ওপরে বা বাইরের দিকে যে পাথরের নির্মিত দেয়াল বা বাড়িঘরের অবশিষ্ট দেখা যাবে, তা আসলে নবম ট্রয়ের। এটি রোমানদের তৈরি। কারণ, রোমানদের ঐতিহ্যবাহী আগোরা, থিয়েটার এবং পাবলিক বিল্ডিংয়ের অবশিষ্ট দেখা যাবে এখানে। এই অংশটুকু, ইতিহাসবিদদের ধারণা, ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তৈরি। তবে যতই ভেতর দিকে যাবেন, স্তরের পর স্তর আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ যেন বৃত্তের বাইরে আরেকটা বৃত্ত, তার বাইরে আরেকটা বৃত্ত। একেবারে ভেতরের স্তরটি হলো প্রাচীন ট্রয়। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয় যে এখানকার লাইম স্টোনের তৈরি দেয়াল এবং চারকোনা ঘরের ধ্বংসস্তূপগুলো খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের পুরোনো। মানে ব্রোঞ্জ সভ্যতার শেষ দিককার কথা। কথিত আছে যে গালপিনার ও কুমতেপে এলাকার কিছু মানুষ এখানে এসে প্রথম বসত গড়ে। প্রথম ট্রয় দুর্ঘটনাবশত আগুনে পুড়ে গেলে এখানকার অধিবাসীরা আরও আধুনিক ও আরও বৃহদাকারে তাদের নগরী গড়ে তোলে, যাকে বলা হয় দ্বিতীয় ট্রয়। অচিরেই এটি হয়ে ওঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনস্থল। আনাতোলিয়া ও মেডিটেরিনিয়ান সভ্যতার ঠিক সংযোগস্থলে অবস্থিত এই নগরে খ্রিষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে যে বিশালাকার পাথরের দেয়াল, সামাজিক অনুষ্ঠান পালনের বিরাট চত্বর, ম্যাজারোন আকৃতির ঘরবাড়ি, বিরাট প্রতিরক্ষা দরজা বা গেটের অবশিষ্টের দেখা মেলে তা সত্যি আশ্চর্য করে। ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া নিদর্শন প্রমাণ করে, সেই সময়ও ট্রোজানরা পটারির কাজ করত। পটারিশিল্পে ব্যবহার করার জন্য অ্যাম্বার রং আসত বাল্টিক এলাকা থেকে, ভারত থেকে আসত লাল খনিজ কার্নেলিয়ান আর আফগানিস্তান থেকে আসত ল্যাপিস। সুপ্রাচীন এই জাতি যে ধনী, শৌখিন ও সৌন্দর্যপ্রিয় ছিল, তা এখানকার নিদর্শনগুলো থেকে বোঝা যায়। হেনরিখ প্রথমে ভেবেছিলেন যে দ্বিতীয় ট্রয়ই হোমার- বর্ণিত ট্রয়। কিন্তু পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়। কিছু নিদর্শন প্রমাণ করে যে এটি মাইসিনিয়ান গ্রিকদের আগমনেরও এক হাজার বছর পুরোনো সভ্যতা। কাজেই এটাই সেই ট্রয়, যাকে গ্রিকরা আক্রমণ করেছিল, এই অনুমান বাতিল হয়ে যায়। আসলে গ্রিক ও ট্রোজানদের মধ্যে যুদ্ধটা হয়েছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম ট্রয়ে। এর স্থাপত্যরীতির সঙ্গে হোমারের বর্ণনা মেলে। তা ছাড়া এর ধ্বংসস্তূপে ভয়াবহ যুদ্ধ বা আক্রমণের নিদর্শনও পাওয়া যায়। তবে অনেক ইতিহাসবিদেরই ধারণা, ট্রয়ের ঘোড়ার অংশটুকু আসলে হোমারের কল্পিত, এমন কোনো ঘটনা যুদ্ধের সময় ঘটেনি। ট্রয় আসলে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।

ব্রোঞ্জ আমলের ট্রয় থেকে সর্বশেষ রোমান ট্রয় পর্যন্ত এক আশ্চর্য ঐতিহাসিক যাত্রা সমাপ্ত করার পর চার হাজার বছর পুরোনো এই সভ্যতা আমাদের আপ্লুত করে। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে দৃষ্টিসীমায় দেখা যায় ইজিয়ান সাগর, যা এখন অনেক দূরে চলে গেছে, সেই স্কামান্দার নদীও গেছে শুকিয়ে। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের বারান্দা থেকেই বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম ও রানি হেকুবা দেখেছিলেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় পুত্র হেক্টরের মৃতদেহ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন একিলিস। আর ট্রয়ের পতনের দিন এই প্রাসাদেই বীর ও প্রায় অমর একিলিস গোড়ালিতে তিরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই উপত্যকা আর পাহাড় এমন কত মৃত্যু, কত ধ্বংস, কত যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে!

১৮৭০ সাল থেকে ২৪টি খনন কোম্পানি প্রায় দেড় শ বছর ধরে খননকাজ চালিয়ে যা আবিষ্কার করেছে, তা অবিশ্বাস্য এক সমৃদ্ধ জাতির ইতিহাস বহন করে। বলা হয়, ট্রয়ের ইতিহাসের আরও ৭০ শতাংশ এখনো মাটির নিচেই রয়ে গেছে। এগুলোকে বের করে আনতে হয়তো আরও দেড় শ বছর লেগে যাবে। বর্তমানে ট্রয়ের খননকাজ পরিচালনা করছেন চানাক্কেলে অনসেকিজ মার্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ রুস্তম আসলান। তাঁর দলই প্রমাণ করে যে ট্রয় আসলে হোমারের বর্ণিত ট্রয়ের চেয়েও প্রাচীন, খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে এই নগরের পত্তন হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে এই জায়গাটিকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে ইউনেসকো।

ট্রয় দেখা শেষ করে খানিক দূরে দেবী অ্যাথেনার মন্দির দেখতে গেলাম। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কয়েকটি সুউচ্চ পিলার এখনো অবশিষ্ট আছে। জ্ঞানের দেবী অ্যাথেনা ট্রোজান ও গ্রিকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবী ছিলেন। কিন্তু সৌন্দর্য বিবেচনায় প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির কাছে পরাজিত হওয়ার কারণে ট্রয়বাসীকে ছেড়ে গ্রিকদের পক্ষ নেন অ্যাথেনা। স্বর্গীয় আপেলের বিনিময়ে প্যারিসকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিদ্যায় ভূষিত করবেন বলে প্রস্তাব দিয়েছিলেন অ্যাথেনা। দেবী হেরা বলেছিলেন তিনি তাঁকে দেবেন শক্তি ও ক্ষমতা। কিন্তু আফ্রোদিতি বলেছেন তিনি প্যারিসকে দেবেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দরী নারীর প্রেম। প্যারিস সবকিছুর চেয়ে ভালোবাসা ও প্রেমকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ভুল করেছিলেন কি? যে ভুলের মাশুল তাঁর স্বজাতিকে দিতে হয়েছিল নৃশংস বিলুপ্তির মাধ্যমে? কে জানে! বোধ করি, দেবতা আর মানুষে এটাই বড় পার্থক্য। মানুষ ভালোবাসার জন্য সব ঝুঁকি নিতে পারে। দেবতারা পারে না।

দেহঘড়ির কলাকৌশল

তৌহিদুর রহমান

ঘড়ির কথা বললে আমাদের মস্তিষ্কে ভেসে ওঠে হাতঘড়ি, টেবিল বা দেয়ালঘড়ির ছবি। এসব ঘড়ি ছাড়াও আমাদের চোখের আড়ালে আরেক ধরনের ঘড়ি আছে, যার নাম দেহঘড়ি। আমরা বাইরের জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলি যান্ত্রিক ঘড়ি দিয়ে আর আমাদের দেহ বাইরের জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলে দেহঘড়ি দিয়ে। এটিকে জৈবিক চক্রও বলা যেতে পারে।

ধরা যাক, এখন রাত, বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমাদের দেহ তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে যে এখন ঘুমানোর সময়। আবার বাইরে সূর্যের তীব্র আলো। দেহ বুঝতে পারে যে এখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, এটা কাজ করার সময়। ঘুম একটা জৈবিক ঘটনা। শুধু ঘুমই নয়, আমাদের শরীরের অনেক দেহকলা আছে, যেগুলো দেহঘড়ির আইন মেনে চলে। আবার শরীরে যে বিপাকক্রিয়া ঘটে, সেটাও সময় অনুসরণ করে। এখন খুব স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন মনে আসতে পারে। আমরা তো যান্ত্রিক ঘড়ি চালাই ব্যাটারি দিয়ে, দেহঘড়ি চলে কী করে বা কী দিয়ে? আমরা এখানে হরমোনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হব। আর যে হরমোন আমাদের জৈবিক চক্রের সঙ্গে যুক্ত, তার নাম মেলাটোনিন। মেলাটোনিন নামের হরমোনটির নিঃসরণ ঘটায় মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পিনিয়াল গ্রন্থি। মেলাটোনিনের নিঃসরণ আবার নির্ভর করে আলো থাকা বা না---থাকার ওপরে। আলোতে মেলাটোনিনের নিঃসরণ কমে যায়, আঁধারে বেড়ে যায়। পিনিয়াল গ্রন্থি আলো-আঁধারের এই অনুভূতি টের পায় কীভাবে? আমাদের মস্তিষ্কে দেখার অনুভূতিটা যায় যেখান থেকে, সেখান থেকেই মূলত পিনিয়াল গ্রন্থি আলো-আঁধারের বিষয়টি জেনে নেয়। আমাদের মস্তিষ্কে দেখার অনুভূতি বা কোনো একটা কিছুর ছবি ভেসে ওঠার জন্য প্রথম কাজ করে যে অঙ্গ, তার নাম চোখ। চক্ষুগোলকের একেবারে ভেতরের আবরণকে বলা হয় রেটিনা।

আঁধারের সংবাদ এলে গ্রন্থিতে মেলাটোনিন নিঃসরণের পরিমাণ দশগুণ বেড়ে যায়, হরমোনটি ঘুমাতে সাহায্য করে।

রেটিনায় থাকা আলোকসংবেদী গ্রাহক কিছু স্নায়ু প্রান্তের মাধ্যমে আলো গৃহীত হয় এবং আমাদের মস্তিষ্কের পেছনের অংশে থাকা দৃষ্টিকেন্দ্রে গিয়ে দেখার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এই রেটিনাতেই এমন কিছু স্নায়ুকোষ আছে, যেগুলো দেখার অনুভূতি না জাগিয়ে সোজা হাইপোথ্যালামাসের সুপ্রাকায়াজম্যাটিক নিউক্লিয়াসে চলে যায়। সুপ্রাকায়াজম্যাটিক নিউক্লিয়াস হচ্ছে জৈবিক চক্রের আদর্শ স্থান। এটাই মূলত সারা শরীরের সার্কেডিয়ান রিদমের কেন্দ্রস্থল। সার্কেডিয়ান রিদম আবার কী? এখানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, সেটারই পুঁথিগত নাম সার্কেডিয়ান রিদম। সুপ্রাকায়াজমেটিক নিউক্লিয়াস থেকে আলো-আঁধারের সংকেত

বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্ত থাকতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া বিদ্যা অর্জন, স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তি বৃদ্ধিতে মেলাটোনিন সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে জানা গেছে।

বা সংবাদ চলে যায় পিনিয়াল গ্রন্থিতে। আঁধারের সংবাদ এলে গ্রন্থিতে মেলাটোনিন নিঃসরণের পরিমাণ ১০ গুণ বেড়ে যায়, হরমোনটি ঘুমাতে সাহায্য করে। তীব্র আলোতে ঘুমাতে পারে না, এমন মানুষ আমাদের আশপাশেই অনেক আছে।

আলোতে মেলাটোনিনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। উত্তর মেরুর দিকে যেসব স্থানে টানা কয়েক মাস দিন, আবার টানা কয়েক মাস রাত বা আলোর স্বল্পতা থাকে, সেসব স্থানে পর্যটকদের জন্য পরিবেশের সঙ্গে দেহঘড়ির সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সেখানে ঘরে গাঢ় রঙের পর্দা টেনে ঘুমাতে হয়। আবার উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে, রাতে ও দিনে পালাক্রমে কাজ করানোর ব্যবস্থা করা হয়। এতে শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকেন, কাজে মনোযোগ নষ্ট হয়। বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞ ১৯৮৬ সালে ইউক্রেনের চেরনোবিলে নিউক্লীয় দুর্ঘটনার জন্য শ্রমিকদের দেহঘড়ির অস্থিতিশীলতাকে দায়ী করেছেন। এই দুর্ঘটনাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা বলে মনে করা হয়।

আলোতে মেলাটোনিনের নিঃসরণ কমে যায়, আঁধারে বেড়ে যায়। পিনিয়াল গ্রন্থি আলো-আঁধারের এই অনুভূতি টের পায় কীভাবে? আমাদের মস্তিষ্কে দেখার অনুভূতিটা যায় যেখান থেকে, সেখান থেকেই মূলত পিনিয়াল গ্রন্থি আলো-আঁধারের বিষয়টা জেনে নেয়। সপ্তাহের বিভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাজ করা শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যঝুঁকিতেও থাকেন অন্যদের তুলনায় খুব বেশি। সে ক্ষেত্রে আলসার, নিদ্রাহীনতা, খিটখিটে মেজাজ, হতাশা, হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসারের মতো রোগের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে। সার্কেডিয়ান রিদমের একটি চক্র সাধারণত ২৫ ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়। আমরা দিন হিসাব করি ২৪ ঘণ্টায়। এই সময়ের মধ্যে মেলাটোনিনের নিঃসরণও আলো-আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে-কমে। মেলাটোনিনের এই চক্রাকার পরিবর্তন দেহের অন্যান্য দেহকলার নিজস্ব সময়জ্ঞানেও প্রভাব ফেলে। দেহকলার নিজস্ব সময়জ্ঞান বলতে এখানে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বোঝানো হচ্ছে।

মেলাটোনিন সার্কেডিয়ান রিদমের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য নয়, এর আরও বেশ কিছু কাজ আছে। যেমন মেলাটোনিন বয়ঃসন্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। মেলাটোনিন প্রয়োগ করে বালক-বালিকার বয়ঃসন্ধিকে বিলম্বিত করা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে মেলাটোনিনের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার দেখা যায় নিদ্রাহীনতার সমস্যায়। প্রকৃতিগত ঘুমের জন্য মেলাটোনিনের জুড়ি মেলা ভার। অনেক প্রাণীর ঋতুনির্ভর আচরণগুলো নির্ধারিত হয় মেলাটোনিনের নিঃসরণের ওপর ভিত্তি করে। প্রজনন, অভিপ্রয়াণ ও শীতনিদ্রার মতো ঘটনাগুলো মেলাটোনিন নিঃসরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। মেলাটোনিন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্ত থাকতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া বিদ্যা অর্জন, স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তি বৃদ্ধিতে মেলাটোনিন সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে জানা গেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাষ্ট্রায়ত্ত সেইল—এর ডিএসপি রেকর্ড উৎপাদন করে নজির সৃষ্টি করল

দুর্গাপুর, ১ এপ্রিল (হি. স.) : ইস্পাত বিলগ্নিকরনের চোখ রাঙানি। তার মধ্যে গত অর্থবর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডিএসপি) কারখানায় রেকর্ড উৎপাদন করে নজির সৃষ্টি করল। আর এই ইতিহাস সৃষ্টি কারী উৎপাদন করে "উড়ন্ত রং" বলে দাবী করেছে সংস্থা। ডিএসপি মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বেদবন্ধু (বিবি রায়) রায় জানিয়েছেন,' ২০২২-২৩ অর্থবছরে হট মেটাল, ক্রুড ইস্পাত এবং বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের উৎপাদনের হার ছিল লক্ষ্যমাত্রার যথাক্রমে ১০৮, ১০৫ ও ১০৪ শতাংশ। মোট ২.৫৭ টন হট মেটাল, ২.২৯ টন ক্রুড ইস্পাত এবং ২.১৮ টন বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদিত হয়েছে। ব্লেন্ড মিক্স, সিন্টার, টোটাল কাস্টার, মার্চেন্ট মিল, এমএসএম, ফিনিশড স্টিল প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে' ডিএসপি তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ১০৭ শতাংশ ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন এবং ১০০শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। এবং গত বছরের তুলনায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে হট মেটালের। যার বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২.৫৭ মেট্রিক টন। ক্রুড ইস্পাতের বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২.২৯ মেট্রিক টন। লক্ষ্যমাত্রার ছাড়িয়ে উৎপাদন হয়েছে ১০৪ শতাংশ এবং গত বছরের তুলনায় ৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২.১৮ মেট্রিক টন। এবং গত বছরের তুলনায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লেন্ড মিক্স, সিন্টার, হট মেটাল, ক্রুড স্টিল, টোটাল কাস্টার, মার্চেন্ট মিল, এমএসএম, ফিনিশড স্টিল, বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত এবং বিশেষ ও মূল্য সংযোজন ইস্পাত সহ সর্বকালের সেরা বার্ষিক উৎপাদন রেকর্ড করা হয়েছে। একই ধরনের কৃতিত্ব ডিএসপি রেকর্ড উৎপাদন করেছে ব্লেন্ড মিক্স, সিন্টার, হট মেটাল, মার্চেন্ট মিল এবং ফিনিশড স্টিলের ক্ষেত্রে। ডিএসপি গত অর্থ বছরে একটি গ্র্যান্ড গ্রাহক মিটের আয়োজনের মাধ্যমে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে। মুকুটে সংযোজন হিসাবে, ডিএসপি সমস্ত গ্রেড কভার করে টিএমটি বার উৎপাদনের জন্য মেসার্স ব্লুজেম্ম থেকে গ্রিনপ্রো সার্টিফিকেশন পেয়েছে। ইস্পাত শিল্পের পরীক্ষাগারের অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। বিশ্বমানের স্বীকৃতি পেয়েছে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেইল)র দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (ডিএসপি) মুকুটে। সংস্থার পরীক্ষাগার ন্যাশনাল অ্যাক্রিডেশন বোর্ড ফর টেস্টিং (এনএবিএল) পেল তাদের ল্যাবরটরি টেস্টিং ফ্যাসিলিটির জন্য। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেকানিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল টেস্টিং বিভাগ ইস্পাত পণ্যের ওপর তাদের ল্যাবরটরি টেস্টিং ফেসিলিটির জন্য এই স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রসঙ্গত বছরখানেক আগে দেশজুড়ে "আজাদি কি অমৃত মহোৎসব" উপলক্ষ্যে সেইলের দুর্গাপুর ইস্পাত পরিদর্শন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং। ওইসময় কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং বলেছিলেন,' দেশে ৩০০ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন হয়। যার মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে দেশের পাবলিক সেক্টরগুলির। পাবলিক সেক্টরগুলির জমি, মেধা দক্ষতা রয়েছে। তারমধ্যে সেইল ৫০ মিলিয়ন টন উৎপাদন করবে।' তিনি আরও বলেছিলেন,' উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কিছু বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে নজির গড়েছে। দেশে হাইড্রোজেন এনার্জির উৎস্য রয়েছে, তার সম্ভাবনাও রয়েছে। হাইড্রোজেন মিশন ব্যাবহার করা হবে। ইলেক্ট্রোলাইসিস প্রসেসে করা হবে। পাইলট প্রজেক্ট হবে। ২০২৫ সালে দেশে পরিবেশবান্ধব ইস্পাত উৎপাদন হবে।' যদিও ইতিমধ্যে বন্দে ভারত ট্রেনের চাকা তৈরী করে নজির গড়েছে। তার গুনগত সুনাম পেয়েছে ডিএসপি।

জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সনের হেনস্থায় বিতর্ক

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। তিলজলা-গাজোলে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সনের হেনস্থার ঘটনায় বিতর্ক উঠেছে। বিতর্ক উঠেছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায়ের ভূমিকা নিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে একটি বহুল প্রচারিত সংবাদ চ্যানেলে এই খবর প্রচারের কয়েক ঘন্টা পর, শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ২০-তে দর্শক হয়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার জন। মন্তব্যের সিংহভাগেই তোপ রাজ্যের, আরও নির্দিষ্ট করে বললে সুদেষ্ণার দিকে।

নয়ন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "এই সুদেষ্ণা রায় ভাইপোর শিশুর জন্য ককিয়ে ককিয়ে কাঁদেন, আর আসল গরীব শিশুদের উপর অত্যাচার কে আড়াল করেন। এই নির্লজ্জ দালালি বন্ধ হোক।" পদ্মরানী চ্যাটার্জী লিখেছেন, "জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনকে মার ধর করলে তিলজলা পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হোক সুদেষ্ণা রায় মিথ্যা বলছেন। দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তদন্তকারী অফিসারকে তলব করুক। খুব বার বেড়েছে এরা।"শান্তনু দে লিখেছেন, "রাজ্যের সব কিছুরই সর্বনাশ হয়ে গেছে।" সাগর সরকার লিখেছেন, "দিন দিন পশ্চিমবঙ্গের ভয়ংকর অবস্থা হতে যাচ্ছে। দুঃখ এটাই যে আমাদের দেখে যেতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে ছেড়ে যেতে হবে। একটা অন্যায় হয়েছে যেখানে কেন্দ্রীয় রাজ্য ও উভয় মিলে তার তদন্ত করবে সঠিকটা খুঁজে বের করবে তা না করে উভয়ে উভয়ের উপর দোষারোপ করছে। এই প্রস্তুতির জন্য সরকার দায়ী। বাচাল ঘোষের কথা শুনলে শরীর থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে রিরি করে উঠে, কিছু করার নেই।"

সিদ্ধার্থ মিত্র লিখেছেন, "আগে দেখতাম কোর্টের নির্দেশে বা বিরোধী দলের দাবীতে সন্দেহ জনক কিছু হলেই সিবিআই ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করার দাবী উঠত সরকার মেনে নিত। মিডিয়াও সন্তোষজনক ভূমিকা নিত। ২০১১ পালা বদলের পর দেখছি সবই উল্টো।এখন কোর্টের নির্দেশে বা কেন্দ্রীয় কোন দল এলেই তাকে আটকানো হয়।অসহযোগিতা করা হয়। এমনকি কোর্টের নির্দেশ কে চ্যালেঞ্জ, পাল্টা মামলা করা হয় কেন্দ্রীয় দলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রনের জন্য।সর্বত্র ঢাকগুড়গুড় ব্যাপার। আরে তদন্ত করুক না যদি কোন গলতি না থাকে তবে কি ফাঁসানো যায়। তদন্তে গলতি হলে পরে তো কোর্টে গিয়ে রাজ্যসরকার সুবিচার চাইতেই পারে। এতে করে জনগনের কাছে পরিস্কার স্বচ্ছ থাকা যায়। আর এই সব করে মুখ ও পুড়ছে দুর্নীতি ও বেরিয়ে পড়ছে। সবাই তো এখন বলছে "চোর"। আর মিডিয়া হয়েছে বর্তমান সরকারের বিধবা পিসি যে লুকিয়ে সরকারের থেকে মাছ খাচ্ছে আর সরকারের হয়ে গলা ফাটাচ্ছে।" সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী লিখেছেন, "মারাত্মক পরিস্থিতি ! কুণাল বাবুর আপ্রাণ বোঝানোর চেষ্টা বিফলে যাবে, বাংলার মানুষ সবই বুঝতে পারছেন !"

গড়চিরোলিতে পুলিশ এনকাউন্টারে এক নকশালকে খতম, দুটি বন্দুক উদ্ধার

মুম্বই, ১ এপ্রিল(হি.স.) : শনিবার সকালে গড়চিরোলি জেলার ভামরাগড় তহসিলের কিয়ারকোটি আবুজমাদ বনাঞ্চলে পুলিশের এনকাউন্টারে একজন নকশাল মারা গিয়েছে। এর পর নকশালদের অন্য সহযোগীরা ঘটনাস্থল থেকে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। পুলিশ বাহিনী জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে দুটি বন্দুক এবং কিছু নকশাল জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়। গড়রোলির পুলিশ সুপার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, শনিবার নকশাল বিরোধী অভিযানের আওতায় ভামরাগড় তহসিলের বনাঞ্চলে পুলিশ বাহিনীর একটি দল মোতায়েন ছিল। এসময় সেখানে লুকিয়ে থাকা নকশালরা পুলিশ বাহিনীর ওপর গুলি চালাতে থাকে। পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। এই ঘটনায় একজন নকশাল নিহত হয় এবং অন্যান্য নকশালরা ঘন জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। গুলি থামার পর পুলিশ বাহিনী সাবধানে জঙ্গল পরিদর্শন শুরু করে এবং নিহত নকশালদের দেহ উদ্ধার করে।

জেলা পুলিশ সুপার নীলোৎপল জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে তল্লাশি অভিযান চলছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি বন্দুক ও অন্যান্য মাওবাদী সামগ্রী উদ্ধার করেছে। সাহায্যের জন্য গড়চিরোলি পুলিশ সদর দফতর থেকে একটি হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে।

প্রয়াত হলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্বামী প্রভানন্দ, মমতার শোক

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। অমৃতলোকে চলে গেলেনরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্বামী প্রভানন্দ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রয়াণে শোকবার্তা দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ওই শোকবার্তায় জানিয়েছে, স্বামী প্রভানন্দর (বরুণ মহারাজ) প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। বিগত কয়েক মাস ধরে চিকিৎসাধীন থেকে আজ সন্ধ্যায় প্রবীণ এই সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রয়াত হয়েছেন। স্বামী প্রভানন্দ এর আগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তার আগে তিনি গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের কর্ণধার ছিলেন। যৌবনে তিনি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন তথা বৃহৎ জনজীবনে গভীর আধ্যাত্মিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতার সৃষ্টি হল। এ ক্ষতি অপূরণীয়।আমি তাঁর সকল অনুগামী, ভক্তবৃন্দ ও ছাত্রবৃন্দকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

আগামীকাল রবিবার ডিমা হাসাও আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফাগুন সিং মিয়াংক্রোতে উদ্বোধন করবেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন

হাফলং (অসম), ১ এপ্রিল (হি.স.) : আগামীকাল রবিবার ঝটিকা সফরে ডিমা হাসাও জেলায় আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফাগুন সিং কোলাস্তে। এদিন কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও গ্রমোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী ফাগুন সিং কোলাস্তে ডিমা হাসাও জেলার মিয়াংক্রোতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করে এক সভায় অংশ নেবেন।

মিয়াংক্রোতে এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারত কার্যকারিণী সদস্য ভি ভাগাইয়াজি, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, যোরহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড় বিদ্যুৎ চন্দন ডেকা, মণিপুর কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয়ের উপাচার্য ড় অনুপম মিশ্র সহ গুয়াহাটি আইসিআর এটিএআরআই-এর অধিকর্তা ড় কাদিরভেল গোবিন্দ স্বামী। রবিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফাগুন সিং কোলাস্তে হেলিকপ্টারে হাফলং আসবেন। হাফলং থেকে সকাল ১১টা নাগাদ মিয়াংক্রোতে পৌঁছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধন করবেন। আগামীকালই তিনি সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে গুয়াহাটি যাবেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

অরুণাচলে পোকসো আইনে দুই ব্যক্তির ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

ইটানগর, ১ এপ্রিল (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশে 'দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস অ্যাক্ট' বা পোকসো আইনের ধারা বলে দুই ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশের লোয়ার সুবনসিরি জেলার বিশেষ পোকসো আদালতের বিচারপতি জাওয়েপলু চাই সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে দুই জন যথাক্রমে গোদাক তামিন এবং গোদাক সাপ্পিকেকে এই সাজা দিয়েছেন। পোকসো আইনের ধারা ৬-এর অধীনে জনৈক কিশোরীকে ধর্ষণের জন্য গোদাক তামিনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এছাড়া গোদাক সাপ্পিকে এই আইনের ১৭ ধারার অধীনে অপরাধে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। বিচারপতি জাওয়েপলু চাই সজাপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার জরিমানাও করেছেন।

জানা গেছে, ভুক্তভোগী কিশোরীর বাবা ২০২১ সালের ২৯ মে এক এফআইআর দায়ের করে দাবি করেছিলেন, ২৮ জানুয়ারি (২০২১) রাতে গোদাক তামিন রাদুম গ্রামের গোদাক সাপ্পির বাড়িতে তাঁর তাঁর নাবালিকা মেয়েকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করেছে। ওই অপকর্মে ভুক্তভোগী মেয়েকে সাপ্পির সাথে গোটা রাত কাটাতে জোরজবরদস্তি করা হয়েছিল। প্রদত্ত এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ রাগা থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬ (২), আর/ডব্লিউ পোকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তদন্ত প্রক্রিয়া গুটিয়ে ২০২১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর উভয় আসামির বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেন তদন্তকারী অফিসার। এর পর বেশ কয়েকবার শুনানি শেষে দুই আসামিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থ জরিমানা সহ সাজা শুনিয়েছেন পোকসো আদালতের বিচারপতি জাওয়েপলু চাই।

কানাডা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশকালে নৌকাডুবি, মৃত্যু ৮ জনের

ওয়াশিংটন, ১ এপ্রিল (হি.স.) : মর্মান্তিক ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বেআইনি অনুপ্রবেশের সময় নৌকাডুবিতে প্রাণ গেল বেশ কয়েকজনের। ঘটনাটি ঘটেছে কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। কানাডা পুলিশের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সেন্ট লরেন্স নদী পার হয়ে কানাডা থেকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছিল তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সেন্ট লরেন্স নদীর পাড় থেকে ৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং ২ জন শিশুর দেহ উদ্ধার করে।

অনুমান করা হচ্ছে, মৃতদের মধ্যে একটি ভারতীয় এবং একটি রোমানিয়ান পরিবার রয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৮ টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে প্রত্যেকের কাছেই কানাডার পাসপোর্ট মিলেছে বলে জানাচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠান হয়েছে। কার্যত, অনুপ্রবেশ রুখতে এই দুই দেশের সীমানায় প্রহরা আরও কড়া হচ্ছে।

লিলুয়া-বর্ধমান শাখায় আবারও লোকাল ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। লিলুয়া-বর্ধমান শাখায় আবারও কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য টানা ১৫ দিন বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল লিলুয়া-বর্ধমান শাখায়। পূর্ব রেলের তরফে একথা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে। উচ্চগতি সম্পন্ন ট্রেনের জন্য ওভারহেড ইকুইপমেন্টের উন্নতিকরণ এবং ট্র্যাক মডিফিকেশনের জন্য লিলুয়া-বর্ধমান শাখায় পাওয়ার ব্লক থাকবে। ১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত লিলুয়া-বর্ধমান শাখায় কাজ চলবে।

হাওড়া, পান্ডুয়া, বর্ধমান, তারকেশ্বর, গুড়াপ, শ্রীরামপুর ও মশাগ্রাম থেকে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল থাকবে। হাওড়া থেকে বাতিল থাকবে ৩৭৬১১, ৩৭৮১৫, ৩৭৩৩৪৩, ৩৬০৩৭১, ৩৭০১১, ৩৬৮২৫, ৩৬০৮৫ এই ৭টি ট্রেন। পান্ডুয়া থেকে ৩৭৬১৪ ট্রেনটি। বর্ধমান থেকে ৩৭৮৩৪ ও ৩৭৮৪০ ট্রেন দুটি। তারকেশ্বর থেকে ৩৭৩৫৪, গুড়াপ থেকে ৩৬০৭২, শ্রীরামপুর থেকে ৩৭০১২ এবং মসাগ্রাম থেকে ৩৬০৮৬ ট্রেনটি বাতিল থাকবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক / কাকলি

প্রথম দিনেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য ১ লক্ষ ৩৫ হাজার আবেদনপত্র

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। ১ এপ্রিল, শনিবার থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার পরিষেবা। আর প্রথম দিনেই লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের জন্য ১ লক্ষ ৩৫ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এর পরে রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের চাহিদা।

নবান্ন সূত্রে খবর, দুয়ারে সরকার পরিষেবা শুরু হওয়ার প্রথম দিনই 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য ৬০ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এর পরে রয়েছে 'খাদ্যসাথী' প্রকল্প। এই প্রকল্পের জন্য এদিন ৩০ হাজার আবেদন পত্র জমা পড়েছে। তারপর বিধবা ভাতার সুবিধা পেতে আবেদন করেছেন ২১ হাজার।

এছাড়া ক্রেডিট কার্ডেও ভাল সাড়া মিলেছে। 'মেধাশ্রী' প্রকল্পের জন্য প্রায় ২০০ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। বাকি প্রকল্পগুলির জন্যও কম-বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

এতদিন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলে লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাওয়া যেত না। এবার সরকারের তরফে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলেও লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাওয়ার কথা ঘোষণা করায় খুশি গৃহস্থ মহিলারা। কেননা এখনও পর্যন্ত অনেকেরই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই। ফলে তাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। এবার সরকারের নয়া ঘোষণায় সকলেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাবেন।

ডাকঘরে বাধ্যতামূলক হল কর্মীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি স)। দেশজুড়ে যত ডাকঘর আছে প্রতিটি ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক হাজিরা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। ডাকঘরের সকলের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে শনিবার থেকে।

কেউ যদি অফিসে পা রাখার সময় সেই মেনে নিজের উপস্থিতি নথিবদ্ধ না করেন তাহলে তিনি কিন্তু সেদিন অফিসে হাজিরা থেকেও সরকারের কাছে অনুপস্থিত হিসাবেই গণ্য হবেন। এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসে এসে এই নথিবদ্ধ না করলে জরিমানার মুখে পড়বেন।

তবে সব ডাকঘরে এখনও আধার নির্ভর বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু হয়নি। যেসব জায়গায় তা থাকলেও কর্মীরা সেই পরিকাঠামো ব্যবহার করছেন না, সেসব ক্ষেত্রে দ্রুত এই নিয়ম চালু করতে হবে। নয়া এই পদ্ধতি অনুযায়ী দিনে সাড়ে আট ঘণ্টার কম কাজ করলে প্রাপ্য ছুটি কমে যাবে বলে জানিয়েছে ডাকবিভাগ।

ড্রোন, ভিডিওগ্রাফি, টহলদারি বাহিনী কড়া নজরে শিবপুর, বাড়ল ধৃতের সংখ্যা

হাওড়া, ১ এপ্রিল (হি স)। শনিবারও শিবপুরের একাধিক এলাকা থমথমে। রাফ-এর টহল, পুলিশি ধড়পাকড়ের মাঝেই সাধারণ জীবনে ফেরার চেষ্টায় স্থানীয় রয়েছে কাজিপাড়া।

শনিবার এলাকা খতিয়ে দেখেন গোয়েন্দা দফতরের আধিকারিকরা। তদন্তের নেতৃত্বে ছিলেন আইজি সিআইডি (ওয়ান) বিশাল গর্গ ও ডিআইজি সিআইডি (অপারেশন) সুখেন্দু হিরা। তাঁরা নিজস্ব আলোকচিত্রী নিয়ে এলাকায় ঘুরছেন। স্থিরচিত্র তোলার পাশাপাশি চলছে ভিডিয়োগ্রাফি। ড্রোন উড়িয়ে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নোট নিচ্ছেন সমস্ত কিছুর। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান পরিদর্শন করেন তদন্তকারীরা।

বেশ কিছু দোকানপাটও খোলা হয়েছে এদিন। ইন্টারনেট পরিষেবা কয়েকটি জায়গায় কিছুটা স্বাভাবিক। এদিন এলাকা ঘুরে দেখেন হাওড়া সদরের পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী। তিনি জানান, "অশান্তির ঘটনায় ৩৮ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। আশেপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারার ঘোষণা করছি। পুলিশ এলাকায় টহল দিচ্ছে।মানুষের মধ্যে যাতে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে তার চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি যাতে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যায় সেই চেষ্টা হচ্ছে। সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলছি। বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। অনেক আত্মবিশ্বাস তাঁদের বেড়েছেন।"

প্রসঙ্গত, হাওড়ার ঘটনা নিয়ে আগেই বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রামনবমীর জন্য নির্ধারিত রাস্তায় না গিয়ে অন্য রাস্তা ধরে যায় মিছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র আক্রমণ, ""বারবার একই চেষ্টা হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে রামনবমীর মিছিল করুন, বারবার বলেছি। আমাদের দলকেও তাই বলা ছিল। একদিকে অন্নপূর্ণ পুজো, অন্যদিকে রমজান চলছে। তাই সবাইকে বলা ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে গুণ্ডা এনে ঝামেলা তৈরির চেষ্টা করেছে। মিছিল করতে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি, কিন্তু তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করার অনুমতি কে দিয়েছে? হাওড়ার মিছিলে বুলডোজার ব্যবহার করেছে খবর পেয়েছি।"" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক / কাকলি

জোড়া গ্রেফতারের পর বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের দাবি এনআইএ-র

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। এবার বিস্ফোরক সরবরাহেও কি প্রভাবশালী যোগ? শুক্রবার সন্ধ্যায় রানিগঞ্জ, রাজারহাট ও মঙ্গলপুরে এনআইএ তল্লাশিতে মীর মহম্মদ নুরুজ্জুমান ও মোয়াজউদ্দিন নামে দুই ব্যক্তির গ্রেফতারিতে জোরাল হচ্ছে তেমনই জল্পনা।সূত্রের খবর, প্রভাবশালীদের সাহায্যেই দিনের পর দিন প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক সরবরাহ করে গেছে এই ২ জন। পুলিশের সাহায্যেও এই কাজ চলত কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শনিবার ধৃতদের জেরা করে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা।সূত্রের খবর, জেরায় জানা গিয়েছে এনআইএ-র গ্রেফতারি এড়াতে বিকাশ ভবনে সফটওয়ার ডেভেলপার হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন মীর মহম্মদ নুরুজ্জুমান। ন্যাশনাল ইনফরমেটিক সেন্টার (এনআইসি) প্রজেক্টে কাজ করছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, ৮১ হাজার জিলেটিন স্টিক আর ২৭ হাজার কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সরবরাহ করেছিল এরা। এত পরিমানে বিস্ফোরক উদ্ধারের পরও কেন এরা ধরা পড়েনি উত্তর খুঁজছে এনআইএ। যে পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে তা থেকে বোমা বা বিস্ফোরক জাতীয় কোনও জিনিস বানানো হলে, তার বিস্ফোরণে কম করে ১০০ জনের প্রাণ যেতে পারত বলেই দাবি করা হচ্ছে। আর পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে এই গ্রেফতারি ঘিরেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এনআইএ সূত্রের দাবি, বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় এর আগে মহম্মদবাজার থেকে রিন্টু শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল এনআইএ। রিন্টুকে জেরা করে পাওয়া যায় নুরুজ্জামান এবং মোয়াজদ্দিনের নাম। রানিগঞ্জ, রাজারহাট ও মঙ্গলপুরে এনআইএ তল্লাশিও শুরু করে। যার পরে গ্রেফতার করা হয় মীর মহম্মদ নুরুজ্জুমান ও মোয়াজউদ্দিন নামে দুই ব্যক্তিকে। এই গ্রেফতারির পরই প্রভাবশালী যোগ থেকে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। এনআইএ-এর যে দাবির পরই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রবল রাজনৈতিক চাপানউতোর। এমনিতেই রাজ্যের দুয়ারে পঞ্চায়েত ভোট। নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসক দল রাজ্যকে অশান্ত করতে চাইছে বলেই দাবি তুলছে বিরোধীরা। অপরদিকে, রাজ্যের শাসকদলের দাবি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্যের পুলিশ যে সর্বদা সজাগ, সেই প্রমাণই বারবার মিলেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রমাগত অস্ত্র, বোমা উদ্ধারের একাধিক ঘটনায়।

কলকাতা বিমানবন্দরে চালু হয়ে গেল মুখ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। এবার মুখ দেখালেই কলকাতা বিমানবন্দরে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলবে। কলকাতা বিমানবন্দরে চালু হয়ে গেল মুখ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া। এর ফলে ডিজিটাল হয়ে গেল কলকাতা বিমানবন্দর থেকে যাত্রার প্রক্রিয়া। কলকাতা বিমানবন্দরকে আধুনিকভাবে নিরাপত্তার বেড়াজালে মুড়ে ফেলতে এই নয়া পদ্ধতি চালু হল। এর ফলে একদিকে যেমন নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে, তেমনি জঙ্গি কার্যকলাপ এবং ছদ্মবেশে অঘটন ঘটানোর বিষয়টি রোখা সম্ভব হবে। কলকাতা বিমানবন্দরকে নিরাপত্তায় আধুনিকভাবে মুড়ে ফেলতে ইতিমধ্যেই সেখানে একাধিক নয়া ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবার তার সঙ্গে সংযোজন হল মুখ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া। শনিবার এই নয়া ব্যবস্থার শুভ সূচনা করা হয়।

সোমবার হাইলাকান্দিতে সখিদের প্রশিক্ষণ

হাইলাকান্দি (অসম), ১ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার জীবিকা সখি, ব্যাংক সখি, পশু সখি, কৃষি সখি এবং কমিউনিটি রিসোর্স পার্সনদের অরুণোদয় ২.০-এর এফিডেভিট দস্তখত সম্পর্কে এক কর্মশালা তথা প্রশিক্ষণ শহরের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী সোমবার অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কাছাড় জেলার তাপাং ডেভেলপমেন্ট ব্লকের অধীনস্থ ওই সব সখি সহ সমগ্র হাইলাকান্দি জেলার সব ধরনের সখিদের উপস্থিত থাকতে হাইলাকান্দির জেলা উন্নয়ন কমিশনার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

সোমবার হাইলাকান্দির মিজোরাম সীমান্তের তিনটি পঞ্চায়েতে অর্থনৈতিক সবলীকরণ শিবির

হাইলাকান্দি (অসম), ১ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার ধলাই-মলাই গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) কার্যালয়, সাহাবাদ জিপি কার্যালয় এবং রাঙ্গাবাক জিপি কার্যালয়ে আগামী ৩ এপ্রিল সোমবার তিনটি অর্থনৈতিক সবলীকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

ওই শিবিরে জনসাধারণকে বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারি প্রকল্পগুলির আওতায় আনতে অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হবে। হাইলাকান্দি জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ফিনানশিয়াল সার্ভিসেস-এর উদ্যোগে যে অর্থনৈতিক সবলীকরণ শিবির আয়োজন চলছে তার অঙ্গ হিসেবে সোমবারের এই তিনটি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় এই শিবিরে জনসাধারণকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সবলীকরণ যোজনার আওতায় আনার প্রচেষ্টা চালানো হবে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা হিসেবে হাইলাকান্দি জেলায় এ ধরনের অর্থনৈতিক সবলীকরণ যোজনা কার্যকর করা হচ্ছে। এতে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা যোজনা যেমন জন ধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা, অটল পেনশন যোজনা, স্বনিধি ঋণ, সেলফ হেল্প গ্রুপগুলির ঋণ, আধার কার্ড সংযুক্তিকরণ এবং মুদ্রা যোজনার মতো কর্মসূচির আওতায় জনসাধারণকে নিয়ে আসা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ২০২০ সালে ডিপার্টমেন্ট অব ফিনানশিয়াল সার্ভিসেস-এর উদ্যোগে দেশের ৪০টি জেলায় এ ধরনের কর্মসূচি চলছে। ২০২১ সালে ১১২টি জেলায় এ ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। ২০২৩ সালে হাইলাকান্দিতে অনুরূপ অর্থনৈতিক সবলীকরণ যোজনা চালু করা হয়েছে। আগামী ছয় মাস জেলাজুড়ে এই কর্মসূচি চলবে। জেলা প্রশাসন থেকে সোমবারের এই তিনটি শিবিরে সংশ্লিষ্ট জিপির জনসাধারণকে সুযোগ নিতে আবেদন জানানো হয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার / স্নিগ্ধা / সমীপ

ধূপগুড়িতে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু, এলাকায় চাঞ্চল্য

ধূপগুড়ি, ১ এপ্রিল (হি.স.) : জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। শনিবার ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকায় ঘরের ভেতরেই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ওই পড়ুয়ার। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে।

মৃতের নাম আজাদ আনসারি(১৯)। চলতি বছরেই আজাদ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, এদিন সকালে সে দরজা না খোলায় পরিবারের সদস্যরা দরজা খুলে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্যে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। প্রতিবেশীদের অনুমান, প্রেমঘটিত কারণেই আত্মঘাতী হয়েছে সে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি/সঞ্জয়

ময়নায় বিজেপি কার্যক্রমে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পংকজ চৌধুরী

ময়না, ১ এপ্রিল (হি. স.) পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় কর্মী সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। তাঁকে বরণ করে নেন ময়নার বিজেপির নেতৃত্বরা। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি তপন ব্যানার্জি সহ একাধিক নেতৃত্বরা।

ময়না বিধানসভায় পঞ্চায়েত ভোটের আগে কর্মী বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় অর্থপ্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। বিজেপির কর্মী সমর্থকদের নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের রণকৌশল তৈরি করেন এবং লোকসভা ভোটের কার্যক্রম সারেন ময়নায়। কার্যক্রম শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হোন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ধর্নাকে কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন, ভারত সরকার সব রাজ্যকে প্রাপ্য টাকা দিয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জিএসটি হোক বা একশো দিনের কাজ হোক কোন বিল কোন খাতে কত খরচা করেছে তার হিসাব দেয়নি। তার হিসাব দিয়ে দিলে বরাদ্দ টাকা কেন্দ্র আবার দিয়ে দেবে। কোনও রাজ্যে বকেয়া বাকি নেই।

হাওড়া রামনবমীর মিছিলের হামলা প্রসঙ্গে বলেন, তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলছে। বিজেপি সব কা সাথ সবকা বিকাশের পক্ষে। তুষ্টিকরনের রাজনীতি করে না বিজেপি। ডি এ প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে আন্দোলনকারীরা তাদের প্রাপ্য ডি এ পাবে।

তিলজলা কেন্দ্রিয় শিশু সুরক্ষার কমিশনারের চেয়ারম্যান কে হেনস্থার প্রসঙ্গে বলেন বাংলায় এটা নতুন কিছু নয় যেই আসে সেই আক্রান্ত হয়। আইনের শাসন বলে কিছু নেই।বাংলায় পরিবর্তন হবেই এবং হয়া দরকার। নন্দীগ্রামে রামনবমীর গন্ডগোল নিয়ে বলেন এটা দুর্ভাগ্যজনক তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলছে। তুষ্টীকরণের রাজনীতি যতদিন না বন্ধ হবে এমন ঘটনা ঘটতে থাকবে এমন ঘটনা না হওয়া বাঞ্চনীয়।

হিন্দুস্থান সমাচার / অসিত / কাকলি

উন্মোচিত আরএসএস-এর বরিষ্ঠ প্রচারক শশীকান্ত চৌথাইওয়ালের মূল হিন্দির অসমিয়া অনুবাদ 'মোর প্রচারক যাত্রা' শীর্ষক পুস্তক

গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল (হি.স.) : উন্মোচিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর বরিষ্ঠ প্রচারক শশীকান্ত চৌথাইওয়ালের হিন্দি পুস্তক 'মেরি প্রচারক যাত্রা'র অসমিয়া অনুবাদ 'মোর প্রচারক যাত্রা'। প্রাচী প্রকাশন গুয়াহাটির উদ্যোগে আজ শনিবার সন্ধ্যায় হেঙেরাবাড়ির ভিআইপি রোডে অবস্থিত সুদর্শনালয়-এর কর্মযোগী গৌরীশংকর চক্রবর্তী প্রেক্ষাগৃহে এই পুস্তক উন্মোচিত হয়েছে।

প্রাক্তন অসম প্রান্ত প্রচারক শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে তাঁর প্রচারক জীবনের অনুভবের আধারে হিন্দিতে লিখেছিলেন 'মেরি প্রচারক যাত্রা'। প্রাচী প্রকাশন গুয়াহাটি মূল হিন্দি থেকে অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করে 'মোর প্রচারক যাত্রা' পুস্তকটি প্রকাশ করেছে।

'মোর প্রচারক যাত্রা' পুস্তকটি উন্মোচন করেছেন অসম ক্ষেত্র সংঘচলক ডা. উমেশ চক্রবর্তী এবং সংঘের অখিল ভারত কার্যকারিণী সদস্য ভাগায়াজি। পুস্তক উন্মোচন করে অসম ক্ষেত্র সংঘচালক ডা. উমেশ চক্রবর্তী বলেন, 'মেরি প্রচারক যাত্রা'র লেখক শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে ১৯৬১ সাল থেকে তাঁর মহান কর্মরাজি, সরল ব্যক্তিত্বের বহু তথ্য তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কৰেছেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে কীভাবে অসমে সংঘের কাজ বিস্তারিত করেছেন, সে সব বহু তথ্য ও ঘটনাবলি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন শশীজি।

এদিকে আজকের 'মোর প্রচারক যাত্রা' পুস্তক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ছিলেন সংঘের উত্তর অসম প্রান্ত কার্যবাহ খগেন শইকিয়া, সংঘের মহানগর সংঘচালক গুরুপ্রসাদ মেধি, বিবিধ ক্ষেত্রের পদাধিকারী এবং বহু স্বয়ংসেবক।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

গাঁটের ব্যথা ? একদম অবহেলা করবেন না, ফল হতে পারে মারাত্মক

গাঁটে গাঁটে ব্যথা চলতে-ফিরতে অনেকেরই শোনা যায়। কিন্তু কেন এমন হয়? উত্তরটা এক কথায় দেওয়া অসম্ভব। এসএসকেএম হাসপাতালে অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান ডা. মুকুল ভট্টাচার্য এই চেনা সমস্যার আড়ালে কী কী দুশ্চিন্তা লুকিয়ে সবিস্তার আলোচনা করলেন। শুনলেন জিনিয়া সরকার।

গাঁট ফোলা অর্থাৎ শরীরের জয়েন্ট ফুলে যাওয়ার সমস্যা কম-বেশি অনেকেরই হয়। তবে অধিকাংশই এই সমস্যা খুব হালকা করে নেন। আবার শিশুদের গাঁট ফোলা আরও মারাত্মক। কারণ শিশুদের এই কারণে সারাজীবনের মতো হাঁটতে, বসতে বা চলতে অসুবিধা থেকে যেতে পারে। ওপিডিতে এই ধরনের সব বয়সি রোগীদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে, তবে সবচেয়ে চিন্তার হয়, যখন শিশুরা এই রোগ নিয়ে আসে।

একটা ঘটনা শুনুন তাহলে। মাত্র ৪ বছরের শিশু, সেপটিক আর্থাইটিস নিয়ে এসেছে (প্রাথমিক অবস্থায় গাঁট ফোলাকে সাইনোভাইটিস বলে, আর সেটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেলে তখন তার পোশাকি নাম ইনফেকটিভ বা সেপটিক আর্থাইটিস)। সেই শিশুকে যখন নিয়ে এল তখন অপারেশন জরুরি ছিল। অপারেশন করতে গিয়ে তো চক্ষু চড়কগাছ। হিপ জয়েন্টে পুঁজ জমেছে। অপারেশনে পুঁজও বেরোচ্ছে তার সঙ্গে জয়েন্টের হাড়ও বেরিয়ে এল। এক্ষেত্রে কিন্তু হাড়ের জয়েন্টের ফোলাভাব কাটল কিন্তু যেটা হল, শিশুটির সারাজীবনের মতো স্বাভাবিক ওঠা-বসা ব্যাহত হল। এটা একটা ঘটনামাত্র। এমন নিত্য কত রকম রোগী আসছে। রোগটা গাঁট ফোলা কিন্তু কারণটা এক এক জনের এক এক রকম। তাই এই লক্ষণটি কোনও বয়সেই অবহেলা করা যাবে না। চিন্তার লক্ষণ একেবারে সদ্যোজাত থেকে ষাটোর্ধ্ব সকলেরই এই সমস্যা হয়। আর শরীরের যে কোনও জয়েন্টে যেমন হাত, পা, কোমর, হাঁটু, কাঁধের জয়েন্ট বা গাঁট নানাবিধ কারণে ফুলতে পারে। কারও ক্ষেত্রে একটা জয়েন্ট ফুলতে পারে আবার কারও ক্ষেত্রে একাধিক জয়েন্ট একসঙ্গে ফুলতে পারে। কারও কারও দেখা যায় বিভিন্ন ঋতুভেদে জয়েন্ট ফুলছে। বর্ষাকালে বা শীতকালে বেশি হয়। যাদের শারীরিক দুর্বলতা বেশি, পুষ্টির অভাব বা ইমিউনিটি কম তাদের ঝুঁকি বেশি।

বয়সভেদে নানা কারণ

সাধারণত যে যে কারণে গাঁট বা জয়েন্ট ফুলতে পারে তা হল,

সংক্রমণজনিত -সংক্রমণের জন্য গাঁট ফোলে। ব্যাকটিরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশন (জ্বর, সর্দি, কাশি থেকে সংক্রমণ জয়েন্টে চলে যায়), কখনও হার্টের সমস্যা তা থেকে সংক্রমণ, পুষ্টির অভাবে বারবার সংক্রমণ বা সদ্যোজাতর আম্বিলিক্যাল কডের সংক্রমণের দরুন শরীরের নানা জয়েন্টে ব্যথা বা ফোলা শুরু হয়।

সাধারণত শিশুদেরই এইসব কারণে সেপটিক আর্থাইটিস বেশি হয়। সেক্ষেত্রে শিশুর ধুম জ্বর আসবে, হঠাৎ করেই কোমরের বা হাঁটুর জয়েন্ট ফুলে যাবে, নড়াচড়া করতে পারবে না, খুব ব্যথা হবে। বাচ্চাদের এই অসুখ কখনই ফেলে রাখা যাবে না। দ্রুত অপারেশন না করলে বড় বয়সে হাঁটাচলায় বা কোমরের সমস্যা থেকেই যায়। খুব বয়স্কদের ও ডায়াবেটিস রোগীদেরও সংক্রমণজনিত কারণে জয়েন্ট ফোলে। কারণ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার দুর্বলতাই সংক্রমণজনিত গাঁট ফোলার অন্যতম কারণ।

প্রদাহজনিত -সাধারণত শরীরে কোনও প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন হলে তা থেকে শরীরের ছোট ছোট জয়েন্টে যেমন আঙুলের গাঁট, হাতে কবজি, পায়ের গোড়ালির জয়েন্টে ব্যথা হয় বা ফোলে। রিউমাটয়েড আর্থাইটিস ও অ্যাঙ্কালোসিস স্পন্ডেলাইটিস হয় এই প্রদাহজনিত কারণে। সকালের দিকে বেশি ব্যথা হয়। এই প্রদাহ সাধারণত ইমিউনোলজিক্যাল রিঅ্যাকশনের জন্য হয়। ফলত গাঁটে জল জমে ও ফুলে যায়। হালকা জ্বর আসে, সকালের দিকে বেশি ব্যথা হয়। সাধারণত রক্ত পরীক্ষা করে এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। ইউরিক অ্যাসিড থেকে -ক্রিস্টাল আর্থাইটিস সাধারণত বয়স্কদের হয়। ইউরিক অ্যাসিড বা ক্রিস্টাল জমে গাঁট ফুলে যায়, লাল হয়ে যায়, কারও কারও জ্বরও আসে, ব্যথা শুরু হয়। এটা বয়স্কদেরই বেশি হয়। মেটাবলিক ও নন-মেটাবলিক কারণে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে। সাধারণত কোনও রোগের কারণে যেমন ক্যানসারের জন্য শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বাড়তে পারে। আবার নন মেটাবলিক কারণ যেমন অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করলে, বেশি রেডমিট খেলে, কিছু ধরনের ডাল বেশি খেলে তা থেকে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে পারে।

ক্যানসারের জন্য -হঠাৎ করেই গাঁট ফুলতে শুরু করলে বেশ চিন্তার। সবচেয়ে লক্ষণীয় যেটা তা হল, এই ধরনের ফোলার ফলে কোনও জ্বর আসবে না। ব্যথাও খুব বেশি থাকে না। সাধারণত জয়েন্টের মধ্যে যে ঝিল্লি (সাইনোভিয়াল মেমব্রেন) থাকে তাতে ক্যানসার হলে এমন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। মূলত ১৬-১৭ বছর বয়সিদের বা তার চেয়ে বেশি বয়সিদের এই সমস্যা হয়। হাঁটু, পায়ের আঙুলের গাঁটে বা অন্যান্য জয়েন্টে এই ক্যানসার হয়। এছাড়া বোন টিউমারের কারণেও জয়েন্টের রস বেড়ে গিয়ে গাঁট ফোলে। ক্যানসারের দরুন গাঁট ফোলায় ব্যথা থাকে না বলে অনেকেই অবহেলা করেন। এটা কিন্তু মারাত্মক। এতে ক্যানসার বা টিউমার আরও খারাপ জায়গায় চলে যেতে পারে।

আঘাত জনিত -বিভিন্ন ট্রমা বা আঘাত থেকে শরীরের নানা জয়েন্ট বা গাঁটে ব্যথা বা ফোলাভাব হতে পারে। সেক্ষেত্রে সময়ে সঠিক চিকিৎসা না করলে সমস্যা আরও জটিল হয়।

বয়সজনিত - বয়সের ভারে হাড়ের ক্ষয় স্বাভাবিক। এই কারণে যে সমস্যা বেশি হয় তা হল অস্টিওআর্থাইটিস। ৬০-৭০ ঊর্ধ্বদের গাঁট বা হাঁটু এই কারণে ফোলে। বয়সের জন্য হাঁটুর কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে গিয়ে হাঁটুর স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি নষ্ট হয়। হাঁটুর জয়েন্টে ঘষা লেগে ফুলতে থাকে, ব্যথা হয়। গাঁট ফোলা অর্থাতশরীরের জয়েন্ট ফুলে যাওয়ার সমস্যা কম-বেশি অনেকেরই হয়। তবে অধিকাংশই এই সমস্যা খুব হালকা করে নেন। আবার শিশুদের গাঁট ফোলা আরও মারাত্মক।

রোজ এই কয়েকটি খাবার খেতে পারলে লাগবে না চশমা

খাবারের মধ্যে সঠিক পরিমাণ পুষ্টি না থাকলে সেখান থেকে চোখের সমস্যা আসে। এছাড়াও একটানা মোবাইল, ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলেও সেখান থেকে চোখের সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও অনেকের ক্ষেত্রে চোখের সমস্যাও কিন্তু জিনগত। চোখের সমস্যা রুখতে নিয়মিত ভাবে ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এসব খেতে হবে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার যত বেশি খাওয়া যাবে ততই কিন্তু ভাল। চোখে অতিরিক্ত চাপ পড়লে কোষ দুর্বল হয়ে পড়ে। আর যে কারণে দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে যায়। আর তাই এমন কিছু খাবার রাখুন রোজের তালিকায় যা কোষকে পুষ্টি দেবে। যে কারণে এই সব খাবারের উপরই কিন্তু বিশেষ নজর দিতে হবে-

লুটেইন এবং জিক্সানথিন- চোখের যে কোনও রকম ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এই দুটি উপাদান। ডিম, কলমি শাক, পালং শাক, ব্রকোলি, কর্ন, মটর এবং যে কোনও শাকের মধ্যে এই উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে। এছাড়াও অঙ্কুরিত ছোলা, মুগের মধ্যেও এই লুটেইন প্রচুর পরিমাণে থাকে।

ভিটামিন সি- ভিটামিন সি আমাদের শরীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিটামিন সি কে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড বলা হয়ে থাকে। কিউই, বেলপেপার এবং টমেটো, ব্রকোলি, পালংশাক, পেয়ারার মধ্যে এই ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে থাকে। এছাড়াও কমলালেবুর রসেও প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে।

ভিটামিন ই- চোখের জন্য খুবই দরকারি একটি খাদ্য উপাদান হল ভিটামিন ই। বাদাম, সবুজ শাক সবজি, মিষ্টি আলু, অ্যাভোকাডো, উদ্ভিজ তেলের মধ্যে এই ভিটামিন ই অনেকখানি থাকে। এছাড়াও বিটা ক্যারোটিন রয়েছে এমন খাবারও বেশি করে খান। সেই তালিকায় রাখুন গাজর, মিষ্টি আলু, ডিম এবং শাক-সবজি।

ফ্যাটি অ্যাসিড- শরীরের পাশাপাশি চোখের স্বাস্থ্য বজায় রাখতেও খুব কাজে আসে ফ্যাটি অ্যাসিড। সোয়াবিন, স্যামন মাছ, চিয়া সিডের মধ্যে থাকে ভাল পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে আখরোটও।

জিঙ্ক- চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে দস্তার। রেড মিট, চিকেন, সামুদ্রিক খাবার, বাদাম, বিভিন্ন বীজ, সোয়াবিন, দুধ ও দুধের তৈরি খাবারের মধ্যে অনেকটা পরিমাণ জিঙ্ক থাকে। তাই দুধ, ডিম এসব রোজ খান। কিন্তু রেড মিট এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ তা শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়।

ত্বক চর্চায় লবঙ্গ, ফল পাবেন একসপ্তাহে

গ্রীষ্ম হোক বা শীতকাল, সূর্যের ইউভি রে - থেকে নিজেকে বাঁচাতে ব্যবহার করুন লবঙ্গ। শরীরের ট্যান দুর করতে লবঙ্গের ব্যবহার অতুলনীয়। খাওয়ার সাথে সাথে ত্বকের যত্নে লবঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম। চলুন জেনে নি ত্বকের ক্ষেত্রে লবঙ্গ ব্যবহারের উপায়.

উনুনে একবাটি গরম জল বসিয়ে দিন, তারপর জল ফুটতে শুরু করলে তাতে দিন একমুঠো লবঙ্গ, অল্প আঁচ করে রেখে দিন ২০-২৫ মিনিট পর দেখবেন জলের রং লালচে হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় গ্যাস বন্ধ করে আধঘন্টা ঠান্ডা হতে রেখে দিন।

আধঘন্টা পর জল ঠান্ডা হয়ে এলে জল থেকে লবঙ্গ গুলো ছেঁকে নিন, ছেঁকে নেওয়া জল একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে নিন। এই জল অন্তত এক সপ্তাহ ব্যবহার করতে পারবেন। রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে নিজের ব্যবহৃত ফেসওয়াশ দিয়ে ত্বক ধুয়ে নিন। তারপর স্প্রে বোতলে রাখা লবঙ্গ জল শরীরে ট্যানের অংশে স্প্রে করে দিন ভালো করে পাঁচ মিনিট পর শুকিয়ে গেলে অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ুন। সকালে উঠে নিজের পছন্দের ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নিন। টানা একসপ্তাহ করে দেখুন ভালো ফল পাবেন।

কাঁঠাল বীজের সঙ্গে পালং শাক দিয়ে বানিয়ে নিন নিরামিষ সাম্বার ডাল

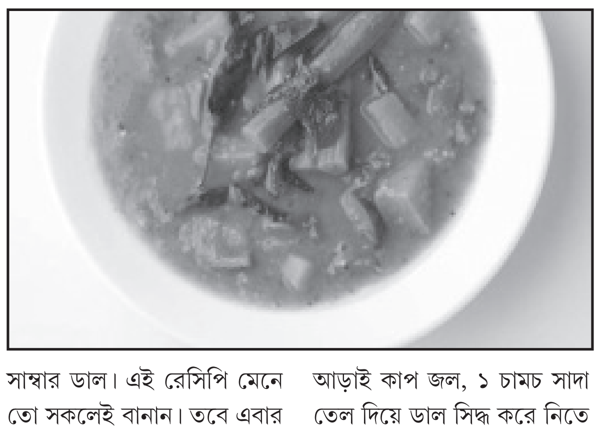

মুসুর ডালের মধ্যে ঢেঁড়শ, সজনে ডাঁটা, মূলো, কুমড়ো, বেগুন, টমেটো, পেঁয়াজ দিয়ে বানানো সাম্বার ডাল খেতে অনেকেই ভালবাসেন। ধোসা, ইডলি, বড়ার সঙ্গে পরিবেশন করা হয় এই ডাল। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতে ভাতের সঙ্গেও খাওয়া হয় সাম্বার ডাল। এছাড়াও মশলা হিসেবে এই ডালে হিং, কারিপাতা, গোটা জিরে, গোলমরিচ, মেথি, গোটা সরষে এসব থাকে।

কিছু জায়গায় আবার এই ডালের মধ্যে নারকেল কোরাও মেশানো হয়। দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কাতেও বেশ জনপ্রিয় এই সাম্বার ডাল। শোনা যায় মারাঠার শাসক সম্ভাজি ডাল আর তরকারি বানাতে গিয়ে ভুল করে ডালের মধ্যে তেঁতুল মিশিয়ে দেন। এখান থেকেই পরবর্তীতে আসে সাম্বার ডাল। এই রেসিপি মেনে তো সকলেই বানান। তবে এবার পালং শাক আর কাঁঠাল বীজ দিয়েই তা বানিয়ে নিতে পারবেন। সেই সঙ্গে লাগবে না পেঁয়াজও।

১ কাপ অড়হড় ডাল ভাল করে ধুয়ে নিয়ে প্রেসার কুকারে দিন। এবার এর মধ্যে নুন, হাফ চামচ স্বাদমতো নুন, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আড়াই কাপ জল, ১ চামচ সাদা তেল দিয়ে ডাল সিদ্ধ করে নিতে হবে। এবার কাঁঠালের বীজ, পালং শাক কেটে নিয়ে প্রেশার কুকারে অল্প জল দিয়ে দুটো সিটি দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। টমেটো আর ঢেঁড়শ লম্বা করো কেটে নিন। এবার একটা প্যানে নারকেল কোরা, শুকনো লঙ্কা ১০ টা, ২ চামচ ছোলার ডাল, ২ চামচ বিউলির ডাল, ২ চামচ গোটা ধনে, ১ চামচ গোটা সরষে, ১ চামচ গোটা জিরে, ২ চামচ কারিপাতা, ১/৪ চামচ মেথি আর ৮ টা গোটা গোলমরিচ দিয়ে ভাল করে ড্রাই রোস্ট করে নিন। এবার তা ঠান্ডা হলে গ্রাইন্ডারে সামান্য হিং দিয়ে এই মশলা দিয়ে মিহি করে গুঁড়িয়ে সাম্বার মশলা বানিয়ে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে প্রথমে ঢেঁড়শ আর টমেটো হালকা করে নেড়ে নিন। এবার এর মধ্যে সিদ্ধ করে রাখা ঢাল দিয়ে দিতে হবে। একটু নেড়েচেড়ে কাঁঠালের বীজ আর পালং শাক মিশিয়ে দিন। ফুচে এলে ওর মধ্যে নারকেল কোরা আর সামান্য কারিপাতা ছড়িয়ে দিন। বেশ ফুটে এলে বানিয়ে রাখা সাম্বারের মশলা দেড় চামচ মিশিয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি সাম্বারের ডাল। গরম ভাতে এই ডাল খেতে খুব ভাল লাগে।

ওষুধ ছাড়াই ইউরিক অ্যাসিড বশে আনার ৩ উপায়

ইউরিক অ্যাসিড একটি রাসায়নিক, যা শরীরের ভেতরে তৈরি হয়। পিউরিনযুক্ত খাবার অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে হজমের সময় এই বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। একেবারেই অকেজো এই পদার্থ শরীরে বেড়ে গেলে তা নানা জটিলতার সৃষ্টি করে।

রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেশি হওয়ার লক্ষণ কী?

রক্তে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড থাকাকে হাইপারইউরিসেমিয়া বলে। যার কারণে বাত ও কিডনিতে পাথরও তৈরি হয়। বেশি ইউরিক অ্যাসিডের কারণে জয়েন্টে ব্যথা, ফোলাভাব, বমি বমি ভাব, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবে রক্ত পড়ার মতো সমস্যা হতে পারে। ওষুধ ছাড়াই ইউরিক অ্যাসিড কমানো উপায় কী?

পাবমেডে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, আপনি যদি ওষুধ ছাড়াই শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিড দূর করতে চান তাহলে জীবনযাত্রার উন্নতি করতে হবে। এর জন্য শরীরচর্চা খুবই জরুরি। স্থূলতার কারণে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাও বেড়ে যায়। পাবমেডে প্রকাশিত গবেষণা দাবি করে, ৩ উপায়ে খুব সহজেই ওষুধ ছাড়া বশে আনা যায় ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা-

সাঁতার কাটা- হাইপারুরিসেমিয়া নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সাঁতার মনকে শিথিল করে। এর নিয়মিত অনুশীলন শরীরের ভারসাম্য ও ভঙ্গি উন্নত করতে পারে। সাঁতারে প্রচুর ক্যালরি বার্ন হয়, যার কারণে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

সাইকেল চালানো সাইকেল চালানো যেমন আনন্দের, তেমনই শরীরের জন্য উপকারী। এটি একটি দুর্দান্ত ব্যায়াম, যা পেশীগুলোতে অতিরিক্ত চাপ দেয় না। যারা উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের অবশ্যই প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য সাইকেল চালাতে পারেন। এতে ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা থেকে মুক্তি মিলবে। হাঁটা - এই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য কোনো সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই। আপনি ঘরে, বাইরে, বারান্দায়, পার্কে বা ছাদে এই ব্যায়াম করতে পারেন। এর সাহায্যে ইউরিক অ্যাসিড কমানোর পাশাপাশি হৃদরোগ ও স্থূলতাও দূর করা যায়। কোন কোন খাবার থেকে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয়? সামুদ্রিক খাবার, পানীয় ,লাল মাংস, প্রাণীর যকৃত,আইসক্রিম, সোডা, ফাস্ট ফুড ইত্যাদি। ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পাশাপাশি নিয়মিত সঠিক চিকিতা নেওয়াও জরুরি। আপনার শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ওষুধ খেতে হবে। পাশাপাশি শরীরচর্চা ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখতে হবে।

এখন আপনার উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে ৫টি সহজ উপায়

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। একবার রক্তচাপ বাড়তে শুরু করলে তা নিয়ন্ত্রণে আনা বেশ মুশকিল। আর উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ফলে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের মতো ঘটনা ঘটতে পারে।

একবার উচ্চ রক্তচাপ শনাক্ত হলে, তা নিয়ন্ত্রণে না আনলে পরে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। যদিও রক্তচাপ কমাতে চিকিৎসকরা রোগীকে বিভিন্ন ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন। তবে চাইলে ঘরোয়া উপায়েও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। জেনে নিন কীভাবে-

সোডিয়াম খাওয়া কমিয়ে দিন

বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ স্ট্রোকের কারণ হতে পারে। শুধু উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্যই নয় বরং সুস্থ থাকতে সবারই উচিত লবণযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার পরিহার করা। দিনে ২,৩০০ মিলিগ্রামের (মিলিগ্রাম) বেশি লবণ গ্রহণ করা উচিত নয়। পটাসিয়ামের পরিমাণ বাড়ান যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন তাদের জন্য পটাসিয়াম একটি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। এই খনিজ উপাদানটি শরীরের জন্য খুবই উপকারী। শরীরে পর্যাপ্ত পটাসিয়াম থাকলে তা রক্তনালীর উপর চাপ কমায়।

শরীরের অতিরিক্ত সোডিয়ামের পরিমাণ কমাতেও সাহায্য করে পটাসিয়াম। এজন্য খাদ্যতালিকায় পটাসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার যোগ করতে হবে। যেমন- শাকসবজি- শাক, টমেটো, আলু ও মিষ্টি আলু। ফল- তরমুজ, কলা, অ্যাভোকাডো, কমলা ও অ্যাপ্রিকট। অন্যান্য- বাদাম ও বীজ, দুধ, দই, টুনা ও সালমন।

নিয়মিত ব্যায়াম করুন

নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীরচর্চা করার বিকল্প নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, সুস্থ থাকতে ও দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে প্রত্যেকেরই নিয়মিত ৩০-৪৫ মিনিট ব্যায়াম করা উচিত। যারা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য এটি আরও বেশি প্রয়োজনীয়। নিয়মিত শরীরচর্চা করলে হৃদযন্ত্র ভালো থাকে। ফলে রক্ত প্রবাহ বাড়ে ও ধমনীর উপর চাপ কমে। এমনকি প্রতিদিন ৪০ মিনিট হাঁটলেও আপনি সুস্থ থাকবেন। অ্যালকোহল গ্রহণ ও ধূমপান ত্যাগ করুন সিগারেট এবং অ্যালকোহল উভয়ই উচ্চ রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। অ্যালকোহল ও নিকোটিন সাময়িকভাবে রক্তচাপের মাত্রা বাড়িয়ে রক্তনালীর ক্ষতি করতে পারে। যেহেতু এ দু'টি উপাদনই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তাই এগুলো ত্যাগ করাই ভালো। কার্বোহাইড্রেট কম খান সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, কার্বস ও চিনি উচ্চ রক্তচাপ বাড়ায়। তাই কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাবার রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। রুটি ও সাদা চিনির মতো খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এজন্য উচ্চ রক্তচাপের যারা ভুগছেন তারা অবশ্যই লো-কার্ব ডায়েট অনুসরণ করবেন। সাদা চিনি, ময়দাসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ খাবার পরিহার করুন।

ব্রেকফাস্টে ওটস খেলে শিরায় জমবে না কোলেস্টেরল

আজকাল ব্রেকফাস্টে সকলেই ওটস খান। পছন্দ না হলেও একরকম জোর করেই খেয়ে থাকেন। তবে ওটস এমন একটা খাবার যা ছোট থেকে বড় সকলেরই স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। ওটসের রমরমা বিদেশের বাজারে বেশি হলেও এই খাবারটি কিন্তু একদম দেশি। আমাদের দেশেই এর জন্ম আর প্রথমে তা জনপ্রিয় হয় বিতদেশের মাটিতে। মূলত পাঞ্জাব, দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশে চাষ হয় এই ওটসের।

আগে এই ওটস মানুষ সেভাবে খেতে জানতেন না, সচেতন ছিলেন না এর উপকারিতা বিষয়েও। আর তাই গবাদি পশুদের খাদ্য হিসেবেই ব্যবহার করা হত এই ওটস। এখন রীতিমতো সুদৃশ্য মোড়কে ওটস বাজারে বিক্রি করা হয়, আর দামও কিন্তু নেহাত কম নয়। ওটস যে ভাবে খুশি খাওয়া যায়। দুধ, দই দিয়ে খাওয়া যায়। পায়েস হিসেবে খাওয়া যায় আবার ওটসের খিচুড়ি বানিয়েও খাওয়া যেতে পারে।

ওটসের মধ্যে থাকে অ্যাভেন্থ্রামাইডস নামের একরকম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীরে নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ায়। এই উপাদান শিরাগুলিকে শিথিল করে ফলে শিরায় রক্তপ্রবাহ ঠিক থাকে। আর ওটস হল পুষ্টির ভান্ডার। এর মধ্যে থাকে প্রোটিন, ফাইবার, কার্বোহাইড্রেট, কপার, আয়রন, জিঙ্ক, ফোলেট, ভিটামিন বি, ভিটামিন বি যা শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

ওটসের মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ থাকে অনেকটাই। থাকে বিটা গ্লুকান। আর তা শরীরের একাধিক উপকারে লাগে। শরীরে এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ হ্রাস করতে সাহায্য করে ওটস। আর তাই ওটস খেলে হৃদরোগও কিন্তু সহজেই এড়ানো যায়।

ওটমিলে থাকে বিটা গ্লুকান যা রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজে আসে। এছাড়াও ইনসুলিনের ক্ষরণ ঠিক রাখতেও কাজে আসে ওটস। যাদের ওজন বেশি এই কারণেই তাই তাদের রোজ ওটস খাওয়া উচিত। এতে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে সেই সঙ্গে সুগারও ঠিক থাকে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন তাঁরা আজ থেকেই ওটস খাওয়া শুরু করুন তাহলে নিজেই তফাত বুঝতে পারবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে মলদ্বারের উপর একটা চাপ পড়ে। ওটসের মধ্যে ফাইবার থাকায় তা পাইলসের ঝুঁকি কমায়। রোজ পেটও পরিষ্কার হয়। আর তাই পাইলসের রোগীরা রোজ ব্রেকফাস্টে দুধ ওটস বা দই ওটস খেতে পারলে খুবই ভাল।

২০২৫ সালের মধ্যে উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলির সমস্ত রাজধানী সড়ক, রেল ও আকাশপথে সংযুক্ত হবে, মিজোরামে বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আইজল, ১ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা ভারতের উন্নয়নে সক্রিয় অবদান রাখতে মূল স্রোতে ফিরে আসতে সমস্ত উগ্রপন্থীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একদিনের সফরে আজ শনিবার মিজোরামের রাজধানী আইজলে এসে ভার্চুয়ালি ২,৪১৫ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস এবং আসাম রাইফেলস ব্যাটালিয়ন কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আসাম রাইফেলস ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বলেন, মিজোরামের ৩৬-তম স্থাপনা বর্ষ চলছে। ছোট্ট এই রাজ্যের উন্নয়ন অত্যন্ত দ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এজন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মিজোরামে আজ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা ভারতের শক্তিশালী গণতন্ত্রের এক অভূতপূর্ব উদাহরণ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক সময় সহিংসতার আধিপত্য ছিল। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে গত নয় বছরে মোদীজির প্রচেষ্টায় গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের অন্যান্য অংশের সমান্তরে উন্নয়ন হয়েছে, বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত নয় বছরে বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠনের ৮,০০০ হাজারের বেশি সক্রিয় ক্যাডার আত্মসমর্পণ করেছেন। ২০১৪ সালের তুলনায় এই অঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনা কমেছে ৬৭ শতাংশ, নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু কমেছে ৬০ শতাংশ এবং সন্ত্রাসজনিত সহিংসতায় সাধারণ মানুষের মৃত্যু ৮৩ শতাংশ কমেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির ফলে অঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চলে শান্তি ফিরে এসেছে। ফলস্বরূপ সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইনের অধীনে 'অশান্ত অঞ্চল' বলে চিহ্নিত এলাকার সংখ্যা কমেছে প্রায় ৭০ শতাংশ।

এছাড়া অমিত শাহ বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে উত্তরপূর্বীয় আট রাজ্যের সমস্ত রাজধানী সড়ক, রেল ও আকাশপথে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এর জন্য ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে কেন্দ্র। তিনি আরও বলেন, আজ ১,২০০ কোটি টাকার চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হওয়ার পর রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি হবে।

অশান্তকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মিজোরামের যাত্রা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, একটি শান্তিপূর্ণ রাজ্যে রূপান্তরের ঘটনা বলিষ্ঠ গণতন্ত্রের প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি দ্রুত উন্নয়নের পথে, বিশেষ করে সংযোগ এবং পরিকাঠামোগত দিকে, বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী পু জোরামথাঙ্গার নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের কাজকর্মের প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত পাঁচ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খতিয়ান তুলে ধরেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ ছয়টির মধ্যে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং পাঁচটির শিলান্যাস করেছেন। এর মধ্যে উদ্বোধন করেছেন আইজল থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পূর্বে জোখাওসাঙে আসাম রাইফেলস সদর দফতর কমপ্লেক্সের। আসাম রাইফেলস-এর কমপ্লেক্সটি মায়ানমারের সাথে মিজোরামের ৫১০ কিলোমিটার সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত। আইজলে দুটি ঘাঁটি যথাক্রমে জোদিন এবং খাটলায় আসাম রাইফেলসের ঘাঁটি রয়েছে। জোদিনের ব্যাটালিয়ন সদর দফতর জোখাওসাঙে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এছাড়া, প্রায় ৭৮১.৮৫ কোটি টাকার জোরিনপুই-লংমাসু ৫০২এ জাতীয় সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, আইজল বাইপাস নির্মাণ (প্যাকেজ ১), ৩২৯.৭০ কোটি টাকা ব্যায় সাপেক্ষে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক, ৭২০.৭২ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে আইজল বাইপাস (প্যাকেজ ৩) এবং এবং ১৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে লালডেঙ্গা কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পশ্চিম ফাইলেং থেকে মারপাড়া পর্যন্ত ৭১ কোটি টাকা মূল্যের রাস্তার আপগ্রেডেশন ও উন্নতি এবং ২.৭০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে আইজলে গুদাম/বাণিজ্যিক কেন্দ্রের আজ শিলান্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আজকের গোটা অনুষ্ঠানে অন্য বহু সাধারণ এ বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে ভাষণ দিয়েছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী পু জোরামথাঙ্গা। ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী টাউনলুইয়া, অন্য মন্ত্রি ও বিধায়কগণ।

হাওড়ায় তদন্তে সিআইডি, ইন্টারনেট পরিষেবা আংশিক বন্ধ

হাওড়া, ১ এপ্রিল (হি স)। তদন্তভার হাতে নিয়ে শনিবার হাওড়ার সংবেদনশীল নানা অঞ্চলে গেল সিআইডি। এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায় হাওড়ার বেশ কয়েকটি এলাকায় শনিবার রাত ২টো পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকছে। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ কথা জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

রামনবমীর মিছিলে হামলার পর অতিসক্রিয় রয়েছে পুলিশ। তার মধ্যেই সেখানে তদন্ত শুরু করলেন সিআইডি আধিকারিকরা। শুক্রবারই শিবপুর থানার হাত থেকে তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য। সূত্রের খবর, সিআইডি-র স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ সহ বেশ কিছু কর্মী-আধিকারিক সেখানে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। কেউ পার পাবে না। শিবপুরের অশান্তি নিয়ে এদিনই এ কথা বলতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার এ ঘটনার।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাত থেকে উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার শিবপুর সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায়। সেই গোলমাল সামাল দিতে বিপুল পরিমাণে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। শনিবারও চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। এরইমধ্যে এ ঘটনার তদন্তভার সিআইডি-র হাতে যাওয়ায় তা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে নাগরিক মহলে।

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক / কাকলি

উত্তপ্ত গাজোল, কেন্দ্র-রাজ্যের দুই শিশু কমিশনের তরজা

মালদা, ১ এপ্রিল (হি স)। ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে শনিবার সকালে গিয়ে তরজায় জড়িয়েছিলেন কেন্দ্র এবং রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিকরা। এর পর সেই ঘটনার জেরেই নির্যাতিতার বাড়ির সামনে রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী দলের মধ্যে হাতাহাতিতে রণক্ষেত্রে পরিণত হল এলাকা।

কয়েক দিন আগেই মালদার গাজোলে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে স্কুলের মধ্যেই ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। সেই নিয়েই তদন্ত করতে শনিবার সকালে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়ঙ্ক কানুনগো। তাঁকে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে ঘটনাস্থলেই ধর্নায় বসেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এবং উত্তর মালদা মহিলা সমিতির সভানেত্রী ছন্দা চৌধুরী। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিনিধি দলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা।

সেই খবর পেয়ে সদলবলে ঘটনাস্থলে পৌঁছন তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য সাগরিকা সরকার। তিনি সেখানে পৌঁছনোর পর দু'পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, সাগরিকা-সহ তৃণমূলের সদস্যেরা যখন সেখানে পৌঁছন, তখন কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষার দল নির্যাতিতার বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিল। তত ক্ষণে বেরিয়ে এসেছিলেন রাজ্যের শিশু সুরক্ষার কমিশনের প্রতিনিধিরা।

অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দিকে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাগরিকা। দু'পক্ষই একে অপরের দিকে কিল-চড়-ঘুষি চালাতে থাকে। জুতো হাতে নিয়ে বিজেপি কর্মীদের শাসাতেও দেখা যায় সাগরিকাকে। তবে পুলিশি মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিনা প্ররোচনায় প্রথম ঝামেলার সূত্রপাত করার অভিযোগে সাগরিকাকে বাঁশ দিয়ে তাড়াও করতে দেখা যায় গ্রামবাসীদের অনেককে। পুলিশের সঙ্গেও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় স্থানীয়দের। স্থানীয়রা তাড়া করায় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান সাগরিকা। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে বিনা প্ররোচনায় গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার তিলজলায় নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তরজায় জড়ান কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়ঙ্ক কানুনগো এবং রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায়। নির্যাতিতার বাড়ির বাইরেই বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

উৎকল দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল(হি.স.) : উৎকল দিবসে ওড়িশার জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

শনিবার জারি করা একটি বার্তায় ধনখড় বলেন, আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির সাথে ওড়িশা বৈচিত্র্য এবং স্বতন্ত্রতা এবং অন্তর্ভুক্তির প্রতীক। তিনি বলেন, উৎকল দিবসে রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ওড়িশা জনগণ রাজ্যের অগ্রগতির নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে এবং জাতির অবদানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয় / কাকলি

মুখ্যমন্ত্রীরও বেতন কাটতে হবে, দাবিতে সরব রাজ্য সরকারি কর্মীরা

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দু"দিনের জন্য রেড রোডে ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে এবার মুখ্যমন্ত্রীর বেতন কাটার দাবিতে সরব হলেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। ডিএ আন্দোলনকারীদের "চোর-ডাকাত" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন মমতা। পাশাপাশি অভিযোগ করেছিলেন, ডিএ আন্দোলনকারীরা চিরকুটে চাকরি পেয়েছিলেন। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর "চোর-ডাকাত" মন্তব্যের প্রতিবাদে ৬ এপ্রিল কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন ডিএ আন্দোলনকারীরা। শনিবার তাঁরা বলেন, এক যাত্রার পৃথক ফল কেন হবে? মুখ্যমন্ত্রী ধরনায় বসলে তাঁর বেতনও কাটতে হবে বলে দাবি উঠেছে।

২৯ মার্চ তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো অবস্থানে বসে বলেছিলেন, 'প্রতিদিন আপনারা এখানে গিয়ে এই চাই, ওখানে গিয়ে ওই চাই করেন। চোর-ডাকাতগুলো। যে চোর-ডাকাতগুলো চিরকুটে চাকরি পেয়েছিল। সব গিয়ে বসে আছে ওখানে, ডিএ-র ওখানে। তাঁদের কাছে আমায় জ্ঞান শুনতে হবে? জ্ঞানদাতারা, চোরেরা, ডাকাতরা, ডাকাত সর্দাররা।' এরপর ৩০ মার্চও সরকারি কর্মীদের আক্রমণ শানান মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা গণশক্তিতে কাজ করেন তাঁদের প্রত্যেকের স্ত্রী শিক্ষিকা। সব চিরকুটের চাকরি। জনগণের টাকা নিয়ে পেনডাউন করবেন? যারা পেনডাউন করেছেন তারা চিরকুটে চাকরি পেয়েছেন। সব ফাইল খুঁজে বের করতে বলেছি। টাকা নিচ্ছে। পেনশন নিচ্ছে। আরও চাই।"

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এক যাত্রার পৃথক ফল কেন হবে? সম্প্রতি ডিএ-র দাবিতে কলম ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারীদের বেতন কাটার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ধরনায় বসলে তাঁর বেতনও কাটতে হবে বলে দাবি উঠেছে। হিন্দুস্থান সমাচার/অশোক / কাকলি

করিমগঞ্জের নাগ্রায় ৩৫ লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সুপারি উদ্ধার, আটক ত্রিপুরার বাসিন্দা

বাজারিছড়া (অসম), ১ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন নাগ্রায় ৩৫ লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সুপারি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে, আটক করা হয়েছে ত্রিপুরার বাসিন্দা জনৈক যুবককে।

জানা গেছে, আজ শনিবার কাকভোরে বাজারিছড়া থানাধীন নাগ্রা পেট্রোল পোস্টের পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩৫ লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সুপারি বজেয়াপ্ত করেছে। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে অবৈধ বার্মিজ সুপারি কারবারে জড়িত এক যুবককে। ধৃতকে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের ভাগ্যপুর এলাকার জনৈক আব্দুল কায়ুম (২০) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। নাগ্রা পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ জেপি দাস জানান, একটি ট্রাকে বার্মিজ সুপারি বোঝাই করে একদল পাচারকারী মিজোরামের কানমুন হয়ে উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া পেরিয়ে অসম সীমান্তে প্রবেশের পর রাঙামাটি এলাকায় নাগ্রা পুলিশের নাকা চেকিঙে ধরা পড়ে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে আজ আন্তঃরাজ্য সীমান্তে নাকা পয়েন্ট গড়ে তালাশি অভিযান চালানো হয়। এক সময় টিআর ০৫ এ ১৫৩১ নম্বরের একটি এসএমএল ট্রাক বালিপিপলা হয়ে রাঙামাটি আসার পথে পুলিশের উপস্থিতি আঁচ করে লরি চালক সড়কের পাশে গাড়ি রেখে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ধরা পড়ে সহচালক আব্দুল কায়ুম।

পুলিশ অফিসার জেপি দাস জানান, ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ৪৯ বস্তায় মোট তিন টন ৯২০ কেজি অবৈধ বার্মিজ সুপারি উদ্ধার করে হয়েছে। উদ্ধারকৃত বার্মিজ সুপারির বাজারমূল্য কমপক্ষে ৩৫ লক্ষ টাকা হবে বলে ধারণা করছেন তাঁরা। তিনি জানান, সুপারিগুলো করিমগঞ্জে পৌঁছানোর পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের। বার্মিজ সুপারি সহ ধৃত যুবককে বাজারিছড়া থানার জিম্মায় পাঠানো হয়েছে। তাকে জেরা চালানো হচ্ছে বলে জানান পুলিশ অফিসার দাস।

আগামীকাল ২ এপ্রিল অমিত শাহের সাসারাম সফর স্থগিত

পটনা, ১ এপ্রিল(হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আগামীকাল ২ এপ্রিল সাসারাম সফর স্থগিত করা হয়েছে। রাম নবমীতে হিংসার পরে জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, যার কারণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর বাতিল করা হয়েছে। এ বিষয় জানিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সম্রাট চৌধুরি বলেন, সম্রাট অশোক আমাদের আরাধ্য। আমরা খুব উৎসাহের সাথে এই কর্মসূচি ঠিক করেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিহার সরকার নিরাপত্তা দিতে পারছে না। যেখানে অনুষ্ঠানের কথা ছিল সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এর জেরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুষ্ঠান বাতিল করতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে নিশানা করে তিনি বলেন, বিহার সামলাতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী। গোটা রাজ্যে বিরাজ করছে অরাজকতা পরিস্থিতি। সাসারামে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। তবে নওয়াদার হিসুয়ায় অমিত শাহের অনুষ্ঠান আগের মতোই রাখা হয়েছে। নওয়াদায় জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। এজন্য শনিবারই পটনায় আসবেন অমিত শাহ এবং ২ এপ্রিল নওয়াদায় জনসভায় ভাষণ দেবেন। উল্লেখ্য, গত ৩০ মার্চ রোহতাস জেলার নগর থানা এলাকার অন্তর্গত মাদার দরওয়াজা গ্রামে রামনবমী মিছিল চলাকালীন আপত্তিকর কথাকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ হয়। পরদিন সকাল ১১টার দিকে মাদার দরওয়াজা গ্রামে উভয় সম্প্রদায়ের কিছু অসামাজিক উপাদানের মধ্যে পাথর ছোড়া ও আংশিক অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। মামলায় এ পর্যন্ত ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গঙ্গারামপুরে ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

গঙ্গারামপুর, ১ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে জাতীয় সড়ক পারাপার করার সময় ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার গঙ্গারামপুর থানার ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম বিমল মহন্ত (৫৪)। গঙ্গারামপুর থানার কোরিয়াল এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিন সকালে সাইকেল নিয়ে ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় বাজার করতে গিয়েছিলেন। সে সময় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পারাপার হতে গেলে বুনিয়াদপুরগামী একটি ট্র্যাক্টর তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। স্থানীয় ও পথচলতি মানুষজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যান গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

হিন্দুফোবিয়ার নিন্দা করে প্রস্তাব পাশ হল আমেরিকার জর্জিয়ায়

তিবিলিসি (জর্জিয়া), ১ এপ্রিল (হি.স.) : হিন্দুফোবিয়া ও হিন্দুবিরোধী কট্টরতার নিন্দা করে প্রস্তাব পাশ হল আমেরিকার জর্জিয়া প্রদেশের অ্যাসেম্বলিতে। এই প্রথম কোনও মার্কিন প্রদেশে হিন্দুফোবিয়া ও হিন্দুবিরোধী কট্টরতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হল। এই প্রস্তাব পাশ হওয়ায় মার্কিন-হিন্দু সম্প্রদায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

মার্কিন মুলুকের জর্জিয়াই অন্যতম বড় হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল। সেখানকার অ্যাসেম্বলিতে হিন্দুবিরোধী কট্টরতার নিন্দা করে প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন আটলান্টার ফোর্সিথ কাউন্টির প্রতিনিধি লরেন ম্যাকডোনাল্ড ও টড জোন্স। হিন্দুফোবিয়া ও হিন্দুবিরোধী কট্টরতার নিন্দা করে এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিশ্বের বৃহত্তর ও প্রাচীনতম ধর্ম হিন্দু ধর্ম। শতাধিক দেশের ১২০ কোটিরও বেশি মানুষ হিন্দু। সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, বাণিজ্যের মতো বহু ক্ষেত্রেই মার্কিন-হিন্দু সম্প্রদায় বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত কয়েক দশকে আমেরিকার নানা প্রান্তেই মার্কিন-হিন্দুদের উপরে যে ঘৃণা-অপরাধের প্রবণতা বেড়েছে সেকথাও বলা হয়েছে ওই প্রস্তাবে। এবং সেই সংক্রান্ত লিখিত বিবরণও যে রয়েছে সেকথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিছু শিক্ষাবিদ হিন্দু ধর্মের অবমাননাকে সমর্থন করেন এবং হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলির বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ এনেছে।

কুড়োলের আঘাতে ক্ষত—বিক্ষত বিজেপির বুথ সভাপতি, অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

বাঁকুড়া, ১ এপ্রিল (হি. স.) বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার বেলুট রসুলপুর এলাকার আদ্রায় বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধোর। কুড়োলের আঘাতে ক্ষত—বিক্ষত বিজেপির বুথ সভাপতি। বাঁকুড়া সম্মীলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। এই ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ অস্বীকার তৃমূলের। ঘর ভাঙচুর এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার বেলুট রসুলপুর এলাকার আদ্রায়।

বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে ১০-১২জনের একদল দুষ্কৃতি গতকাল সন্ধ্যার পর আদ্রা এলাকার বিজেপির বুথ সভাপতি শ্যামাপদ বাউরীর উপর চড়াও হয়।তার বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়, বাধা দিতে এসে দুষ্কৃতিরা রড লাঠি, কুড়োল নিয়ে বেধরক মারধোর করে শ্যামাপদকে। কুড়োলের আঘাতে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়, গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে পাত্রসায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবসা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে বাঁকুড়া সম্মীলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনায় উদ্বীগ্ন বিজেপির বিষ্ণুপু জেলা বিজেপির সভাপতি বিল্লেশ্বর সিংহ, সোনামুখী র বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি ছুটে আসেন হাসপাতালে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল সন্ত্রাস কায়েম করতে চাইছে। এই ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতিদের অবিলম্বে গ্রেফতার এর দাবী জানিয়েছেন তারা। অপরদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে রসুলপুর অঞ্চল তৃমূলের সভাপতি তাপস বারি বলেন এই ঘটনায় রাজনীতর কোনও যোগ নেই।

"মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে স্বৈরাচারে পরিণত করেছেন", তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। তিলজলায় জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে হয়রানির অভিযোগে সরব হলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "কেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসনকে হয়রানি করা হচ্ছে? গতকাল তিলজলায় পুলিশের হাতে চড়াও হন তিনি। তদুপরি, মালদায় ধর্ষণের শিকারের বাড়িতে যাওয়ার সময় রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা তার জন্য বাধা তৈরি করছে। মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে স্বৈরাচারে পরিণত করেছেন।" প্রসঙ্গত, তিলজলায় শিশু খুনের ভয়াবহ ঘটনার পর রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হওয়ায় কলকাতায় এলেন কমিশনের দল। সেই প্রতিনিধিরা তিলজলায় পৌঁছলেও তাঁদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় নি, এমনকি থানায় তাঁদের হেনস্থা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

মিড ডে মিল খাতে ৬৩৮ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে পাঠাচ্ছে কেন্দ্র

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। মিড ডে মিল খাতে ৬৩৮ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার নবান্ন সূত্রে এমনটাই খবর পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যে এই বরাদ্দ অর্থ মেটানো নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজ্যে। শুধু মিড-ডে মিল নয়, সমগ্র শিক্ষা অভিযান খাতেও কেন্দ্র টাকা রিলিজ করল রাজ্যকে। নবান্ন সূত্রে খবর, ৫৭৬ কোটি টাকা এই খাতে কেন্দ্র দিল রাজ্যকে। মূলত দুটি ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছে রাজ্য বলেই সূত্রের খবর।মিড ডে মিল খাতে রাজ্যের পাওনা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বারবার এই অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তাঁদের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকানোর দাবি জানিয়ে কেন্দ্রের দরবার করেছে বঙ্গ বিজেপি। তাঁদের মন রাখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকাচ্ছে কেন্দ্র।রাজ্যের বকেয়ার দাবিতে রেড রোডে টানা ৩০ ঘণ্টা ধরনা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মিড ডে মিলের অডিট চলছে। বিভিন্ন প্রকল্প খতিয়ে দেখতে আরও ১০টি দল আসছে রাজ্যে। এই আবহে কেন্দ্রের এই অর্থ মঞ্জুরের বার্তায় খুশি তৃণমূল। সম্প্রতি মিড-ডে মিল নিয়ে বিরোধীদের তরফে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ তোলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মিড-ডে মিল নিয়ে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিদর্শনকারী দল রাজ্য পরিদর্শন করেছে। মূলত কেন্দ্র - রাজ্য মিলে এই পরিদর্শনকারী দল রাজ্যের একাধিক জেলা পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শনকারী দল দিল্লি ফিরে যেতেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশে মিড- ডে মিলের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে সিএজি অডিট করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই অডিটের কাজ শুরু হয়েছে রাজ্যের একাধিক জায়গায় বলেই সূত্রের খবর। তার মাঝেই মিড-ডে মিল খাতে কেন্দ্রর থেকে রাজ্য দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এরই সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা অভিযান খাতেও টাকা পাওয়াকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যেকে বকেয়া মেটানো প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখেও কোনও খুঁত পায়নি কেন্দ্র। তাই টাকা পাঠাতে বাধ্য হল তারা। বঙ্গ বিজেপি যে মিথ্যা অভিয়োগ করছে, তা প্রমাণিত। এর ফল তারা ভোটবাক্সে পাবে।"

মেয়ো রোডে উল্টে গেল মিনি বাস, জখম ১৩ জন যাত্রী, জানালা ভেঙে উদ্ধার আটকে পড়া যাত্রীদের

কলকাতা, ১ এপ্রিল(হি.স.) : হাওড়া থেকে মেটিয়াবুরুজ রুটের বাসটি কলকাতার মেয়ো রোডের উপর উল্টে যায়। বাস দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিশ। বাসটি এমন ভাবে উল্টে যায় যে, প্রাথমিক ভাবে ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের বার করা সম্ভব হচ্ছিল না। পরে বাসের দু'দিকের কাচ ভেঙে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করে পুলিশ। সেই কাজে পুলিশকে সহায়তা করেন সাধারণ মানুষও।

জানা গিয়েছে, বাসের মোট ১৩ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সবাইকেই এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। শনিবার বিকেলে মেটিয়াবুরুজ থেকে ধর্মতলার মেয়ো রোড হয়ে বাসটি হাওড়া যাচ্ছিল। মেয়ো রোডের কাছে একটি বাইককে ওভারটেক করতে গিয়ে বাসটি উল্টে যায় বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। বাসটি এমন ভাবে উল্টে যায় যে, যাত্রীদের বার করা সম্ভব হচ্ছিল না। পরে পুলিশ এসে সামনে এবং পিছনের কাচ ভেঙে যাত্রীদের বার করে।

দুর্ঘটনার জন্য যাত্রীরা বাসের অতিরিক্ত গতিকেই দায়ী করছেন। সেই সঙ্গে বাসের চালক কেন বাইকটির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। বাসযাত্রীদের পাশাপাশি আহত হয়েছেন ওই বাইক আরোহীও। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁর বাইকটিও।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয় / কাকলি

মহম্মদ ইয়াসিন মালিকসহ ছয় অভিযুক্তের শনাক্তকরণ শুনানি স্থগিত

শ্রীনগর, ১ এপ্রিল(হি.স.) : শ্রীনগরে ১৯৯০ সালের সন্ত্রাসী হামলায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর (আইএএফ) চার সৈন্য নিহত হয়েছিলেন, ওই ঘটনায় জেকেএলএফ প্রধান মহম্মদ ইয়াসিন মালিক সহ ছয়জন অভিযুক্তের প্রত্যক্ষদর্শী শনাক্তকরণের শুনানি শনিবার পিছিয়ে দিয়েছে স্থানীয় আদালত।

সিবিআই-এর প্রধান আইনজীবী মনিকা কোহলি বলেন, শ্রীনগর আদালতে অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনের শনাক্তকরণের শুনানি স্থগিত করা হয়েছে, যখন জেরা করার জন্য হাজির হওয়া দু"জন প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে একজন তাদের সনাক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দিল্লির তিহার জেলে বন্দি মালিক শুনানির সময় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন আসামি আদালতে উপস্থিত না থাকায় পরবর্তী শুনানির তারিখ পর্যন্ত শনাক্তকরণ পিছিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শীর জেরা শেষ হয়েছে কিন্তু তিনি অভিযুক্তকে শনাক্ত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ টাডা আদালত ইতিমধ্যে এই মামলায় জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকেএলএফ) প্রধান এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ গঠন করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয় / কাকলি

৬ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজবে জম্মু-কাশ্মীর, উঁচু পাহাড়ে রয়েছে তুষারপাতের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ১ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ৬ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজবে জম্মু ও কাশ্মীর। এই সময়ে কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার স্থানীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার আংশিক থেকে সাধারণত মেঘলা আবহাওয়া থাকবে, বিক্ষিপ্ত জায়গায় সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। ৩-৬ এপ্রিল অনেক জায়গায় বিরতিহীন বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। 'বজ্রঝড়ের সঙ্গে শক্তিশালী দমকা হাওয়া হতে পারে,' তিনি বলেন। ৬ এপ্রিল পর্যন্ত কৃষকদের বাগানে স্প্রে করা এবং জমিতে সেচ দেওয়া স্থগিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আবহাওয়া বিভাগ যাত্রীদের ভ্রমণ শুরু করার আগে বিভিন্ন মহাসড়ক এবং রাস্তার রাস্তার অবস্থা ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। আজ সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টিপাতের বিষয়ে, আবহাওয়া আধিকারিক জানিয়েছেন, শ্রীনগরে ৫.২ মিমি, কাজিগুন্ড ১.৬ মিমি, পহলগামে ৩.৩ মিমি, কুপওয়ারা ৫.৩ মিমি, কোকেরনাগে ৯.০ মিমি, গুলমার্গে ৩.৪ মিমি, জম্মুতে ১৩.৭ মিমি, বানিহাল ১৩.৭ মিমি, কাটরা ১২.৮ মিমি, ভাদেরওয়াহ ১৩.৮ মিমি এবং কাঠুয়া ২০.৮ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।

তিস্তায় পড়ে গেল সেনার গাড়ি, তলিয়ে গেলেন চালক

শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল (হি স)। তিস্তা নদীতে পড়ে গেল সেনার গাড়ি। তলিয়ে গিয়েছেন গাড়ির চালক। শনিবার শিলিগুড়ির সেবক এবং তিস্তাবাজারের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে।

সেনা সূত্রে খবর, গ্যাংটক থেকে সেবকের দিকে আসছিল সেনার ট্রাকটি। পথে সেবক এবং তিস্তাবাজারের মাঝে গেইলখোলায় সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তা নদীতে পড়ে যায়। ট্রাক এবং চালকের এখনও হদিস মেলেনি। তল্লাশি চালানো হচ্ছে।দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। সাময়িক ভাবে যান চলাচল বন্ধও রাখা হয়। অধিকাংশ গাড়ি লাভা হয়ে ঘুরপথে কালিম্পং এবং শিলিগুড়ি আসে।

এই দুর্ঘটনা নিয়ে সেনার তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, সেনা ট্রাকে চালক এবং সহ-চালক দু'জনেই ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় সহ-চালক গাড়ি থেকে লাফিয়ে প্রাণে বাঁচেন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেনা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। অন্য দিকে, ডুবুরি নামিয়ে চালক এবং ট্রাকটির খোঁজ চালানো হচ্ছে। নিয়ে আসা হয়েছে ক্রেনও। উদ্ধারকাজে এগিয়ে এসেছে জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয়েরাও। নিখোঁজ চালক এবং সহ-চালকের নাম নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশ্যে আনা সম্ভব নয় বলেই জানানো হয়েছে সেনার তরফে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক / কাকলি

তিলজলাকাণ্ডে স্থানীয় থানার ওসি অপসারিত

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি স)। তিলজলায় জাতীয় শিশু অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সনকে হেনস্থার দায়ে অপসারিত হলেন স্থানীয় থানার ওসি।

অপসারিত তিলজলা থানার ওসি বিশ্বক মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হল। থানায় শুক্রবার নিগ্রহের অভিযোগ তোলেন জাতীয় শিশু অধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। তিলজলা থানার নতুন ওসি হলেন সুপ্রতীক সুপ্রতীক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পুলিসের ডাকাতি দমন শাখার ওসি পদে কর্মরত ছিলেন।

চেয়ারপার্সন প্রিয়ঙ্ক কানুনগোকে মারধরের অভিযোগের ঘটনায় মামলা রুজু হয়েছে। জামিন অযোগ্য ধারায় রুজু হওয়ায় ওই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেছে কলকাতা পুলিশের গুণ্ডা দমন শাখা।

এই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ অর্থাৎ মারধর, ৩৫৩ অর্থাৎ সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, ৩৪১ অর্থাৎ অবৈধভাবে আটকে রাখা, ৫০৬ অর্থাৎ হুমকি ও ৩৪ অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে অপরাধ সংগঠিত করার ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

তিলজলায় শিশু খুনের ঘটনায় শুক্রবার থানায় যান জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রিয়ঙ্ক কানুনগো। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কমিশনের সদস্য সম্পাদক রূপালি বন্দ্যোপাধ্যায় সিং। বেশ কিছুক্ষণ পর থানা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেন এনসিপিসিআর চেয়ারপার্সন। তিলজলা থানার ওসি বিশ্বক মুখোপাধ্যায় তাঁকে মারধর করেছে বলেও দাবি করেন তিনি। বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ট্যুইটার হ্যান্ডলে ট্যাগ করে ট্যুইট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী মাত্রুপুষ্টি উপহার প্রকল্পে ৮,৩২৪ জন গর্ভবতী মহিলা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী মাত্রপুষ্টি উপহার প্রকল্পে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৮,৩২৪ জন গর্ভবতী মহিলা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। এই প্রকল্পে প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলাকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২ হাজার টাকা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায় এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে সচিব জানান, রাজ্যের মোট ৯,৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৫৪ জন শিশু, ১৯,৯৫০ জন গর্ভবতী মহিলা এবং ১৬,২০৩ জন নার্সিং মায়ের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। তাদের প্রত্যেককেই খিচুরি, ডিম সহ নানা পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া অতি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের চিহ্নিতকরণের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও আইসিডিএস সুপারভাইজারদের মধ্যে ১০ হাজার ৭৩৫টি মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৯,৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্রোথ মনিটরিং ডিভাইস প্রদান করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, পোষণ অভিযান প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি গ্যাস সংযোগ করা হয়েছে এবং ১,১১৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও ৩,৩৯২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে নতুন আরও ২৩৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৪০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে ব পুনর্বাসন এলাকায়। ইতিমধ্যেই ১০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ব পুনর্বাসন এলাকায় চালু করা হয়েছে। তিনি জানান, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে বর্তমানে ৩৪টি সামাজিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৩টি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে এবং ৩১টি রাজ্য সরকারের প্রকল্পে। রাজ্যে বর্তমানে মোট ভাতা প্রাপকের সংখ্যা হচ্ছে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ২২৭ জন। তাদের প্রত্যেককেই ২ হাজার টাকা করে ভাতা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছানো হয়ে থাকে। এছাড়াও রাজ্য সরকার ২০২২ সালের ৪ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা প্রকল্প নামে নতুন একটি পেনসন স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন আরও ৩০ হাজার সুবিধাভোগীকে ২ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। সচিব আরও জানান, কোনও পরিবারের একমাত্র উপার্জনাকারী ব্যক্তির মৃত্য হলে ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমে এককালীন ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৫০৬টি পরিবার এই সহায়তা পেয়েছেন।

সচিব সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব আরও জানান, রাজ্যের মহিলাদের আইনী সহায়তা, স্বাস্থ্য ও মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দপ্তরের মাধ্যমে ৮টি জেলাতেই একটি করে ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সেন্টারগুলি ২৪অ৭ পরিষেবা প্রদান করবে। এছাড়াও মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান, তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে উইমেন হেল্পলাইন ১৮১ চালু রয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৪টি বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে। এর মধ্যে ১টি সরকার পরিচালিত এবং ৩টি এনজিও'র মাধ্যমে পরিচালিত। বৃদ্ধাশ্রমগুলিতে বসবাসকারী ১৩৪ জন প্রবীণ নাগরিককে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, শিশু কল্যাণে রাজ্যে বর্তমানে ৪১টি চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশন চালু রয়েছে। তাতে মোট ৯৩৫ জন শিশুকে নানা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও শিশুদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যের ৮টি জেলাতেই শিশু কল্যাণ কমিটি চালু রয়েছে। তিনি জানান, জভেনাইল জাস্টিস ফাণ্ডের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫০ হাজার টাকা ও ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এই ফাণ্ডের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১৫৪ জন শিশু উপক'ত হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যের প্রত্যেক দিব্যাঙ্গজনকে ইউনিক আই কার্ড প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দপ্তর কাজ করছে। এখন পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৯১টি ইউনিক আই কার্ড তৈরী করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাংচল উপস্থিত ছিলেন।

নিহত বৃদ্ধা

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসক জানান বৃদ্ধার মাথায় ও বুকে আঘাতপ্রাপ্ত হয় যারফলে উনার মৃত্যু হয়েছে। অপরদিকে এই মৃত্যু নিয়ে পরিবারের লোকজন জানান উনাদের মাটির ঘর বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়ে নরম হয়েপরেছে। এরইমধ্যে বৃদ্ধা ঘরের মাটি কাটতেগিয়ে উনার গায়ে মাটির ধস এসে পরে। এতেকরে বৃদ্ধার মৃত্যুহয়। বৃদ্ধার এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকাজুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

Affidavit

আমি শ্রী রাঞ্জিত কুমার দেব, পিতা স্বর্গীয় চন্দ্রোদয় দেব, সাকিন- শিবনগর, পুরাতন কলেজ রোড, থানা-পূর্ব আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা। আমার প্রকৃত নাম শ্রী রঞ্জিত কুমার দেব। কিন্তু আমার কিছু ডকুমেন্টে আমার নাম ও পদবি শ্রী রঞ্জিত দেব লিখা হইয়াছে। গত ২৮-৩-২০২৩ ইং তারিখে SL. no. Agt/31/Mar নোটারি এফিডেভিট মূলে আমার নাম শ্রী রঞ্জিত কুমার দেব ও শ্রী রঞ্জিত দেব একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত।

সদস্যদের

● প্রথম পাতার পর

করেন অজয় কুমার দাস। চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফাও দেন। তাই তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা পেশ করা হয়েছে বলে জানান তারা। আগামী দিনে দলগত ভাবে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা কার্যকর হবে বলে জানান অনাস্থাকারীরা।এদিকে, গোমতী জেলা সভাধিপতির পদ থেকে আপসারিত স্বপন অধিকারী।দল বিরোধী কাজ করার অভিযোগে এবার গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারীর বিরুদ্ধে অনস্থা আনলো জেলা পরিষদের সদস্যরা।সংবাদে জানা যায় , ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির দলে থেকে গোপনে কংগ্রেস ও সিপিআইএমের ভোট ব্যাংকের কাজ সেরে ছিলেন জেলা সভাপতির স্বপন অধিকারী। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর সি পি এম দলের এক নেতার সঙ্গে কোন আলাপের অডিও ভাইরাল হওয়ার সামাজিক মাধ্যমে। আর অডিও ভাইরাল হতেই বিপদে পড়ে যায় জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। এদিন বিকেলে জেলা পরিষদের ১০ জন সদস্য মিলে জেলা সভাধিপতির স্বপন অধিকারীর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে। জেলা পরিষদের বেশিরভাগ সদস্য স্বপন অধিকারীর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জেলা সভাধিপতির পদ থেকে সরতে হলো স্বপন অধিকারীকে। আপাতত জেলা পরিষদের দায়িত্ব সামলাবেন জেলা পরিষদের সচিব। জেলা পরিষদের মোট ১১ জনের মধ্যে ১০ জন সদস্য সপন অধিকারীর বিরুদ্ধে ভোট দেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আসছেন

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, জি-২০ সামিটের প্রতিনিধিগণ ২ এপ্রিল দুপুরে রাজ্যে এসে পৌঁছবেন। এদিন বিকালে প্রতিনিধিগণ এলবার্ট এক্কা পার্ক এবং কুমারীটিলা মিউজিক্যাল ফাউন্টেনটি পরিদর্শন করবেন। সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারি অতিথিশালায় প্রতিনিধিগণের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সভা অনুষ্ঠিত হবে।এদিন তিনি বলেন, ৩ এপ্রিল সকাল ৯টায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইন্ডোর প্রদর্শনী হলে জি ২০ বিজ্ঞান সামিটের প্রথম সেশন শুরু হবে। ঐদিন বিকালের সেশনে থাকবে প্রদর্শনী স্টলের উদ্বোধন, সাংবাদিক সম্মেলন এবং ইনভেস্টর মিট।তাঁর দাবি, প্রদর্শনীতে ৫৫টি স্টল থাকবে। তাতে ত্রিপুরার হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর স্টল সহ বিভিন্ন দেশের স্টল প্রদর্শনীর জন্য থাকবে। ঐদিন সন্ধ্যায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রদর্শন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।তিনি জানান, ৪ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৬টায় অক্সিজেন পার্কে যোগা সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে জি-২০ দেশের প্রতিনিধিগণ যোগায় অংশগ্রহণ করবেন। সেই লক্ষ্যে অক্সিজেন পার্কের সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে এবং জি-২০ দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এছাড়াও ঐদিন জি-২০ দেশের প্রতিনিধিগণ পূর্বাশা, সিপাহীজলা অভয়ারণ্য এবং নীরমহল পরিদর্শনে যাবেন। সেই লক্ষ্যে ঐ স্থানগুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, বলেন তিনি।শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্রার দাবি, জি-২০ দেশের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাতে ত্রিপুরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে এলবার্ট এক্কা পার্কে শচীন দেববর্মণের মূর্তি স্থাপন, কুমারীটিলায় মিউজিক্যাল ফাউন্টেন স্থাপন, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও নীরমহলের সৌন্দর্যায়ন এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ড স্থাপন এবং সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের রাস্তা ও ফুটপাতের উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও শহরের ৪টি স্থানে জি-২০ লোগো সম্বলিত বড় বেলুনও স্থাপন করা হয়েছে।

ধর্ষণ

● প্রথম পাতার পর

মহিলা স্বামী মারা যাওয়ায় পর থেকে দুই ছেলেকে নিয়ে নিজের বাড়িতে একাই বসবাস করে আসছেন। বিধবা মহিলার বড় ছেলে কর্মসূত্রে অন্যত্র বসবাস করছে। ছোট ছেলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মাসির বাড়িতে বেড়াতে যায়। এরই সুবাদে স্থানীয় জনৈক্য ব্যক্তি সুবোধ ঘোষ গত কয়েক দিন ধরে বিধবা মহিলাকে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ সুবোধ ঘোষ বিধবা মহিলার রান্নাঘরের দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। বিধবা মহিলা টের পেতেই মোবাইলের টর্চ লাইট দিয়ে সুবোধ ঘোষকে চিনে ফেলে। সুবোধ ঘোষ বিধবা মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা বিধবা মহিলাকে সুবোধ ঘোষ হুমকি দিয়ে বলে এই কথা জানাজানি হলে প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা বিধবা মহিলা কোন রকম ঘর থেকে পালিয়ে যায়। ভয়ভীতিতে বাড়ীর পাশের জঙ্গলে রাত কাটান। শুক্রবার সকালে মহিলা পাড়া প্রতিবেশীদের ঘটনাটি জানালে তারা মামলা করার পরামর্শ দেয়। এদিন সন্ধ্যায় প্রতিবেশীর কথা অনুসারে নির্যাতিতা মহিলা প্রতিবেশী সুবোধ ঘোষকে ধর্ষণে অভিযুক্ত করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর ০৫/২৩, ৩৪৭/৩৫৪/৩৭৬/৫১১ ধারায় মামলা রজু হয়। মহিলা থানার পুলিশ এই মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে।

৭ বছর

● প্রথম পাতার পর

উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম কমল জয় ত্রিপুরা। ২৫ শে মার্চ গন্ডাছড়া থানা এলাকার ভগীরথপাড়া ভিলেজের গীরাচন্দ্র পাড়া জঙ্গল থেকে পচাগলা মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় দ্বন্দ্বে পড়েছে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে গন্ডাছড়া থানার পুশিশ সাফল্য পেয়েছে। তদন্তে উঠে আসে যে গীরাচন্দ্রের বাসিন্দা কলমজয় ত্রিপুরার সঙ্গে মৃত মহিলার স্বামী রণজয় ত্রিপুরার সাত বছর আগে থেকে শত্রুতা ছিল। গত ২৫মার্চ রণজয়ের স্ত্রীকে জঙ্গলে যেতে দেখে। মহিলা কিছু না বোঝার আগেই পিছে পিছে যায়। নির্জন জায়গায় পৌছার পর হঠাৎ কলম জয় পিছন থেকে মহিলার গলা টিপে ধরে। কিছু না বোঝার আগেই তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। তার বুকের উপর বসে গলা টিপে ধরে রাখে। এক সময় সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তখন কলমজয় তাকে পা দুটি ধরে টেনে একটি গাছের কাছে নিয়ে ছোট্ট একটি ডালের সাথে ঝুলিয়ে দেয় যার ফলে মহিলার মৃত্য ঘটে। এই নিয়ে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ গীরা চন্দ্রপাড়া এলাকাবাসীর অভিযোগে তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার কলম জয়কে জিজ্ঞাসা করতে আনা হলে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে যে পূর্বে মৃত মহিলার স্বামী রণজয় এর সাথে ঝগড়া ছিল। রনজয় তাকে মেরে ফেলে। এই ঝগড়র জেরে সে তার স্ত্রীকে জঙ্গলে একা যেতে দেখে তার সুযোগ নেয় বলে জানায়। তার বিরুদ্ধে গন্ডাছড়া থানা মামলা নিয়েছে পুলিশ। যার মামলার নং হল গন্ডাছড়া থানা ২০২৩। ০১/০৪/২০২৩ ারায় মামলা নেয় পুলিশ। আজ তাকে আমবাসা আদালতে তোলা হয়।

জিরানীয়ায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মান্দাই থানার পুলিশকে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। রেলে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার পর বিষয়টি তাঁদের কেন জানানো হয়নি, প্রশ্ন তুলেন মৃতের বাবা। এই যুক্তিতে তাঁর সন্দেহ, অজয়ের মৃত্যু দুর্ঘটনায় নয়, তাঁকে খুন করা হয়েছে।এদিকে, দুর্ঘটনায় অজয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ দাবি করেছে। কারণ, তাঁর সাথে থাকা বাইক আরোহী বর্তমানে আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন। তবে, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের বাবার অভিযোগ মূলে খুনের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নীরমহলে লেজার লাইট ও সাউণ্ড শোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। জি-২০ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জি-২০ ভুক্ত দেশের প্রতিনিধিগণ প্রথমে দেশের কিছু নির্দিষ্ট স্থানে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সিদ্ধান্তে উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলিতেও হচ্ছে জি-২০ সম্মেলন। আমাদের ত্রিপুরায় হচ্ছে জি-২০ বি'ান সম্মেলন। এ উপলক্ষে আমাদের রাজ্যেও বিদেশের প্রতিনিধিগণ আসছেন। বিদেশের প্রতিনিধিদের কাছে রাজ্যের সুনাম তুলে ধরার জন্য রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। আজ নীরমহলে লেজার লাইট ও সাউণ্ড শোর উদ্বোধন করে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আমলে এই নীরমহল নির্মাণ করা হয়েছিল। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যকে সম্মান জানাতে গতকাল আগরতলা শহরের কামান চৌমুহনির নিকটে যে আইল্যাণ্ড ছিল সেখানে মহারাজার আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছে এবং এই আইল্যাণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছে মহারাজা বীর বিক্রম চৌমুহনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা জাতি জনজাতি একসাথে মিলে মিশে থাকতে চাই। নীরমহল পর্যটন কেন্দ্রকে জি-২০ সম্মেলনের মাধ্যমে সারা পৃথিবী জানতে পারবে। রাজ্যের ক'ষ্টি সংস্ক'তিকে বিশ্বের পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্টল খোলা হয়েছে। এই সমস্ত স্টলগুলিতে জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষে আগত প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরার জন্য রাজ্যের বাঁশ বেত শিল্পের সামগ্রী ও অন্যান্য ঐতিহ্যময় সামগ্রীগুলি রাখা হবে। যাতে রাজ্যের এই সামগ্রীগুলি বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিতি পেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যে সমস্ত পর্যটকরা যান তাদের নিরাপত্তার জন্য রাজ্যে পর্যটন পুলিশের ব্যবস্থা রাখার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়গুলি ট্যুরিস্ট পুলিশ দেখাশোনা করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় ট্যুরিস্ট গাইড রাখারও ব্যবস্থা করা হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ হলে রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক মানের উন্নয়ন ঘটবে। আজ নীরমহলে লেজার লাইট ও সাউণ্ড শোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক কিশোর বর্মণ, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, মেলাঘর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়, মুখ্যমন্ত্রী পত্নী স্বপা সাহা প্রমুখ।

উদ্বোধন হল অক্সিজেন পার্কে অর্কিডরিয়ামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ বিকেলে শালবাগানের অ'িজেন পার্কে অর্কিডরিয়ামের উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, বন দপ্তর ২০২১ সালে শালবাগানে অ'িজেন পার্ক গড়ে তোলে। অর্কিডরিয়ামের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আজ এই পার্কে নতুন পালক সংযোজিত হলো। রাজ্যে অর্কিডকে সংরক্ষণ ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপিত করার লক্ষ্যেই এই স্টেট অব আর্ট অর্কিডরিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে।

অ'িজেন পার্কে অর্কিডরিয়ামের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, এই অ'িজেন পার্কের সৌন্দর্যতা উপভোগ করলে এই পার্কের নামের স্বার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। রাজ্যের বন দপ্তরের উদ্যোগে এই অ'িজেন পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। যা সত্যিই প্রশংসনীয়। আজ আবার নতুন করে আরও একটি সৌন্দর্য সংযোজিত হলো। এই অর্কিডরিয়াম ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রকে আরও আকর্ষণীয় করবে। তিনি বলেন, এই অর্কিডরিয়ামে ৫০টি প্রজাতির অর্কিড রয়েছে যার মধ্যে ২০টি প্রজাতির অর্কিড ত্রিপুরার। এছাড়াও এই পার্কে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, গাছপালা এবং বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিগণ ত্রিপুরা সফরে আসছেন। ত্রিপুরার পর্যটন, ক'ষ্টি, সংস্ক'তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। যাতে তারা ত্রিপুরা সম্পর্কে আরও আক'ষ্ট হন। জি-২০ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ এই অ'িজেন পার্কেও আসবেন। তাছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। এতে ত্রিপুরার পর্যটনের মান উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী প্রচারের আলোয় আসবে ত্রিপুরার পর্যটন। এতে আগামীদিনে ত্রিপুরার পর্যটনের উন্নতি ঘটবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার মানুষ স্বভাবতই অতিথিপরায়ণ। জি-২০ প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাতে ত্রিপুরা সরকার প্রস্তুত রয়েছে। রাজ্যের বন দপ্তর বনজ সম্পদের মান উন্নয়নে সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামীদিনেও যাতে এই বনজ সম্পদের গড়িমা বাড়ানোর পাশাপাশি এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করছে বন দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী আজ অ'িজেন পার্কে এসে প্রথমে একটি নাগেশ্বর গাছের চারা রোপণ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুখ্য প্রধান বন সংরক্ষক কে এস শেঠি। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন মুখ্য সচিব জে কে সিনহা। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া স্বপা সাহা, বামুটিয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিলা দাস সহ বন দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে সংঘর্ষে তিন মহিলা সহ আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ এপ্রিল।। সম্পত্তি বিবাদের জেরে তিনজন মহিলা সহ আহত চার। পূর্ব কলাবাড়ীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মন চন্দ্রপাড়া এলাকায়। আহত চারজনকে মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসক তাদেরকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। এদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর, মাথায় এবং শরীরের কয়েক জায়গায় বেশ কয়েকটি সেলাই লেগেছে। জানা যায় পার্শবর্তী বাড়ির অনিল দাস এর পরিবার এবং হারাধন চক্রবর্তীর পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তির বিবাদ চলছিল যা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। হারাধন চক্রবর্তীর দাবি আদালতের রায় সম্পত্তি ওনার দখলে রয়েছে। আজ হঠাৎ করে হারাধন চক্রবর্তী দেখতে পায় অনিল দাস এর পরিবার সেই বিতর্কিত জায়গায় চাষাবাদ করছে। সেই থেকে ঘটনার সূত্রপাত এবং পরবর্তী সময়ে অনিল দাস এর পরিবার হারাধন চক্রবর্তীর পরিবারের উপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ এতে হারাধন চক্রবর্তীর স্ত্রী এবং দুই পুত্রবধূ সহ হারাধন চক্রবর্তীর নিজেই প্রচন্ড মার খেয়ে আহত হয়। হারাধন চক্রবর্তীর অভিযোগ অনিল দাস, রতন দাস, কালু দাস, এবং রতন দাসের স্ত্রী তাদের উপর আক্রমণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছুটে যায় বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ। এখন দেখার বিষয় এই ঘটনায় পুলিশ কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

মহাবীর জয়ন্তীতে পুর নিগম এলাকায় পশু নিধন ও মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। আগামী তেশরা এপ্রিল মহাবীর জয়ন্তী। এ উপলক্ষে আগরতলা শহর এলাকায় পশু পাখি নিধন এবং যেকোনো ধরনের মাংস বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে অবগত করেছেন। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ছিলেন একজন অন্যতম পশুপ্রেমিক। তিনি আজীবন পশুদের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। ৩রা এপ্রিল প্রতিবছর মহাবীর জয়ন্তী পালন করা হয়। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের পশুপ্রেমকে বর্তমান প্রজন্মের কাছেও তুলে ধরার লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগমের তরফ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন আগরতলা পুর নিগম এলাকায় যেকোনো ধরনের পশু পাখি নিধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান কোথাও পশু পাখি নিধন করা যাবে না এবং যেকোনো ধরনের মাংস বিক্রি করা যাবে না। নির্দেশ অমান্য করা হলে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বিনামূল্যে চৈত্র মেলায় ব্যবসায়ীদের জায়গা দিচ্ছে পুর নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। প্রতিবছরের মতো এবছরও আগরতলা শহরের শকুন্তলা রোড ও জ্যাকসন গেট এলাকায় চৌঠা এপ্রিল থেকে ১১ দিনব্যাপী চৈত্র মেলার আয়োজন করেছে আগরতলা পুর নিগম। আগামী চৌঠা এপ্রিল থেকে ১১ দিন ব্যাপী চৈত্র মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শকুন্তলা রোড ও জ্যাকসন গেট এলাকায়। শনিবার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান গত বছর থেকেই পুর নিগম ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চৈত্র মাসে ব্যবসা করার জন্য বিনা পয়সায় বসার জায়গা করে দিচ্ছে। এবছরও চৈত্র মেলায় যারা ব্যবসা করতে আসবেন তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের টাকা-পয়সা নেবে না পুর নিগম। উপরন্ত সাফাইসহ যাবতীয় সহযোগিতা করবে পুর নিগম। এ প্রসঙ্গে সকলকে সতর্ক করে মেয়র বলেন গত বছর অভিযোগ মিলেছিল একটি দুষ্ট চক্র একাংশের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা আদায় করেছে। অবশ্য এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে গেলে সরাসরি কেউ কারো নাম জানান নেই। এবছর প্রত্যেককে আগাম ও সতর্ক করে দিয়ে নিগমের মেয়র বলেছেন কোথাও কোন ধরনের টাকা-পয়সা আদায়ের চেষ্টা করা হলে তারা যেন সরাসরি মেয়র কর্পোরেটর সহ নিয়মের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

সম কাজে সম বেতনের দাবিতে ডেপুটেশন সাফাই মজদুর সঙ্ঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। সম কাজে সম বেতনের দাবিতে শনিবার শ্রম দফতরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সঙ্ঘের প্রতিনিধি দল। তাঁদের দাবি, গেজেট নোটিফিকেশনের মান্যতা দিয়ে সাফাই কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি এবং অতিসত্বর বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হোক।সংগঠনের রাষ্ট্রীয় সম্পাদক তনুজ সাহা জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকারের গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী ২০২২ সালের নভেম্বর মাস থেকে প্রতিটি সেক্টরের সাফাই কর্মীর দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল।কিন্তু বিশালগড় পুর নিগম সহ ত্রিপুরার অন্যান্য নগর সংস্থায় সাফাই কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, বিশালগড়ে সাফাই কর্মীদের ২২৫ টাকা এবং মেলাঘরে নগর পঞ্চায়েতের সাফাই কর্মীদের ২০৪ টাকা দৈনিক মজুরি দেওয়া হচ্ছে। তাই সম কাজে সম বেতনের দাবিতে শনিবার শ্রম দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সঙ্ঘের প্রতিনিধি দল।তাঁদের দাবি, গেজেট নোটিফিকেশনের মান্যতা দিয়ে সাফাই কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি এবং অতিসত্বর বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হোক।

কৈলাশহর জয়ের হ্যাট্রিক পেলেও গ্রুপ শীর্ষের সদর বি সেমিতে নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। টিসিএ আয়োজিত ছোটদের রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। ৩ এপ্রিল, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উদয়পুর খেলবে সদর-বি দলের বিরুদ্ধে। খেলা হবে নীপকো মাঠে। উদয়পুর দল যেমন গ্রুপ-বি থেকে শীর্ষস্থান পেয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। তেমনি সদর-বি মহকুমা দল সেমিফাইনালে এসেছে গ্রুপ-সি থেকে সেরার স্বীকৃতি পেয়ে। উল্লেখ্য, আজ, শনিবার সি-গ্রুপের লীগ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে সদর বি নয় উইকেটে জিরানিয়াকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। জিরানিয়া প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ২২.১ ওভার খেলে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ২৮ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর বি পাঁচ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের প্রত্যয় দাস চৌধুরী প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। গ্রুপের অপর খেলায় কৈলাসহর ৩ উইকেটের ব্যবধানে অমরপুরকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে। অমরপুর টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুবিধা পেয়ে ৩৯.৩ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কৈলাসহর ৩৬.৫ ওভার খেলে সাত উইকেট হারিয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করলেও বৃষ্টিতে থেমে যাওয়া ম্যাচ ভিজেডি মেথডে কৈলাশহরকে ৩ উইকেটে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

বি গ্রুপের একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত উদয়পুর সেমিফাইনালে পৌঁছুলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ছোটদের রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। ৩ এপ্রিল, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উদয়পুর খেলবে সদর-বি দলের বিরুদ্ধে। খেলা হবে নীপকো মাঠে। উদয়পুর দল যেমন গ্রুপ-বি থেকে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। তেমনি সদর-বি মহকুমা দল সেমিফাইনালে এসেছে গ্রুপ-সি থেকে শীর্ষস্থান পেয়ে। উল্লেখ্য, আজ, শনিবার গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে উদয়পুর বনাম সাব্রুমের খেলাটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রুপ বি-র অপর খেলায় শান্তিরবাজার ৪২ রানের ব্যবধানে বিলোনিয়াকে পরাজিত করেছে। অমরপুরের রাঙ্গামাটি মাঠে টস জিতে বিলোনিয়া প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। বৃষ্টি সিক্ত আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাচের পরিধি ৩০ ওভারে কমিয়ে আনা হয়। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে শান্তির বাজার ৩০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে বিলোনিয়া ২৮.১ ওভার খেলে ৮৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের দ্বীপায়ন রায় প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। জয়ের সুবাদে শান্তিরবাজার ৪ পয়েন্ট পেলেও উদয়পুর লীগের চার ম্যাচের তিনটিতে জয় ও একটিতে নো-রেজাল্টের কারণে ১৪ পয়েন্ট পেয়ে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি আসরে সহজ জয়ে সূচনা সংহতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। নিরুপম সেন চৌধুরির অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। আর তাতেই জয় পেলো সংহতি ক্লাব। ৮ উইকেটে পরাজিত করলো চলমান সঙ্ঘকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চলমান সঙ্ঘের গড়া ৪৪ রানের জবাবে সংহতি ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। শুক্রবার গভীর রাত থেকে বৃষ্টি হওয়ায় এদিন নির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে ৮ করা হয়। সকালে টসে জয়লাভ করে চলমান সঙ্ঘকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান সংহতির অধিনায়ক। স্যাতস্যাতে আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত চলমানের উইকেট তুলতে থাকেন সংহতির বোলাররা। এবং মাত্র ৪৪ রানে গুটিয়ে দেয় চলমানকে। দলের কোনও ব্যাটসম্যানই দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। সর্বোচ্চ ৯ রান করেন দলনায়র লক্ষ্মণ পাল। সংহতির পক্ষে নিরুপম সেন চৌধুরি (৩/৬) এবং অমিত আলি (২/৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ২৬ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় সংহতি। ওপেনিং জুটিতে সম্রাট সূত্রধর এবং নিরুপম সেন চৌধুরি ২ ওভারে ২৯ রান যোগ করে দলের জয় নিশচিত করে দেন। নিরুপম ৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং সম্রাট ৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১রান করেন। শেষে সঞ্জয় মজুমদার ৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। ৪ এপ্রিল সংহতি ক্লাবের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ মৌচাক ক্লাব।

সমীরণ স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে জয় দিয়েই শুরু স্ফুলিঙ্গের

স্ফুলিঙ্গ-৬১/৫
মৌচাক-৩৩/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলে উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। সদ্য দ্বিমুকুট জয়ী দলের ধারে ও ভারের কাছেই কার্যত নতজানু মৌচাক ক্লাব। স্ফুলিঙ্গ জয় পেলো ২৮ রানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটের উদ্বোদনী ম্যাচে। বৃষ্টিতে এম বি বি স্টেডিয়ামের মাঠ ভিজে থাকায় ননির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ৫ এ। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে স্ফুলিঙ্গ নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৬১ রান করে। দলের প৭ ওপেনার শ্রীদাম পাল ২২ গজে ছিলেন বিধ্বংসী মেজাজে। মাত্র ১৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রান করে দলকে বড় স্কোর গড়ার ইঙ্গিত দেন।এছাড়া দলের আর কোনও ক্রিকেটার দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। মৌচাকের পক্ষে ধনবীর সিং (৩/১৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সানি সিং (৩/৪) দুরন্ত বোলিইংয়ে মৌচাক মাত্র ৩৩ রান করতে সক্ষম হয় নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে। দলের কোনও ক্রিকেটার দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭ রান করেন রাহুল সূত্রধর, আবীর দেবনাথ এবং শ্রীমান অতিরিক্ত।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি : হার্ভে-কে ১০ উইকেটে হারালো জে সি সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। সহজ জয় পেলো জে সি সি। ১০ উইকেটে পরাজিত করলো হার্বে ক্লাবকে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। বৃষ্টির জন্য দেরিতে ম্যাচ শুরু হওয়ায ওভার কমিয়ে আনা হয় ১৫। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে হার্ভে নির্ধারিত ১৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৭০ রান করে। দলের পক্ষে শ্রীনিবাস দাস ২০,সমীর দেববর্মা ১৪ এবং বিজয় বিশ্বাস ১৩ রান করেন। জে সিসি-র প্রিন্স মাউরা (৩/১০) এবং সজল ভর্মা (২/৯) সফল বোলার। জবাবে কেলতে নেমে ৭.৪ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় জে সি সি। দলের পক্ষে শঙ্কর পাল ২৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায ।এ ৪১ রানে এবং অনিরুদ্ধ সাহা ২০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রানে অপরাজিত থেকে যান।

সাংবাদিকদের স্পোর্টস ফেস্ট আজ ব্যাডমিন্টনে সন্তোষ সেরা, রানার্স মিল্টন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রেসক্লাবের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টও সম্পন্ন হয়েছে। আগামীকাল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে স্পোর্টস ফেস্ট শেষ হবে। ২০ মার্চ থেকেই বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট -''২৩ চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। গেমস এন্ড স্পোর্টসের ৭ম পর্যায়ে আজ, শনিবার ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্পোর্টস এন্ড গেমসের শুরু থেকে লুডো, চাইনিজ চেকার্স, দাবা, ক্রিকেট, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টনের পর আগামীকাল নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। আজ এনএসআরসিসি-র ব্যাডমিন্টন হল-এ অনুষ্ঠিত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় সন্তোষ গোপ চ্যাম্পিয়ন এবং মিল্টন ধর রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন কৌশিক সমাজপতি। প্রতিযোগিতায় মোট ২৪ জন সাংবাদিক খেলোয়াড় ছিলেন। খেলা শুরুর প্রাক্কালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ও ধন্যবাদ সূচক ভাষণ রাখেন আগরতলা প্রেসক্লাবের স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনার অভিষেক দে। অনুষ্ঠান ও টুর্নামেন্ট পরিচালনায় ছিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। প্রতিযোগিতায় চীফ আম্পায়ার ও জাজের ভূমিকায় ছিলেন রাজ্যের অন্যতম ব্যাডমিন্টন কোচ ও ভেটারেন খেলোয়াড় অনুভা পাল চৌধুরী এবং বর্তমান খেলোয়াড় অগ্রতা দেব। প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের সহ-সভাপতি তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি সরযূ চক্রবর্তী টুর্নামেন্টে প্রতিযোগীদের খেলা পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বলা বাহুল্য, আগামীকাল সকাল সাড়ে নয়টায়, এগিয়ে চলো সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর। অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে সকাল ন'টার মধ্যে এগিয়ে চলো সংঘের মাঠে মুখ্য পরিচালক তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথের কাছে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

এ গ্রুপের দুটি ম্যাচ পরিত্যক্ত সদর-এ সেমিফাইনালে উন্নীত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। ৩ এপ্রিল, প্রথম সেমিফাইনালে সদর-এ খেলবে ধর্মনগরের বিরুদ্ধে। খেলা হবে নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে। সদর-এ দল যেমন গ্রুপ-এ থেকে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। তেমনি ধর্মনগর মহকুমা দল সেমিফাইনালে এসেছে গ্রুপ-ডি থেকে শীর্ষস্থান পেয়ে। উল্লেখ্য, আজ, শনিবার গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে সদর-এ বনাম খোয়াইয়ের খেলাটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রুপ এ-র অপর খেলা তেলিয়ামুড়া বনাম মোহনপুরের ম্যাচটিও পরিত্যক্ত হয়েছে বৃষ্টির কারণে। ম্যাচটি ছিল নীপকো মাঠে। গ্রুপ-এ থেকে সদর-এ চার ম্যাচের তিনটিতে জয় এবং একটিতে নো-রেজাল্টের দৌলতে মোট ১৪ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপ শীর্ষের স্বীকৃতি নিয়ে সেমিফাইনালে খেলবে।

আগরতলা পুর নিগম
আগরতলা

নং:F.04.B/Advt./PUB/PRO/AMC/21 তাং-৩১/০৩/২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

মহাবীর জয়ন্তীতে মাংস কাটা ও বিক্রি নিষেধ

আগামী ৩রা এপ্রিল ২০২৩ ইং সোমবার মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় কোন প্রকার পশু-পাখি নিধন বা পশু পাখির মাংস বিক্রি না করার জন্য আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে
স্বাঃ- অস্পষ্ট
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

বিজ্ঞপ্তি

Ref :- RK Pur PS G.D. Entry No. 24, dated : 26/03/203

পাশের ছবিটি একটি অপরিচিতি সদ্যসজাত মেয়ে শিশুর মৃত দেহের। যার বয়স আনুমান ২ (দুই) দিন। উক্ত শিশুর মৃতদেহটি গত ইং ২৬/০৩/২০২৩ তারিখ বিকাল বেলা RK Pur থানার অধীনে টেপানিয়া ইকো পার্কে পাওয়া যায়। বর্তমানে উক্ত মৃতদেহটি উদয়পুর টেপানিয়া গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে আছে।
উক্ত মৃতদেহটির সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকিলে ও তাহার কোন আত্মীয় স্ব্যন থাকিলে নিম্নে বর্ণিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের নম্বর ঃ-
১। এস, পি, (ডি, আই, পি) গোমতী
— ০৩৮২১-২২৩৫৫১/০৯৪০২১১৯১৩
২। ওসি, আর কে পুর থানা
— ৯৪৩৬৭৭৩৫৯৫

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা উদয়পুর

ICA-D-003/23

অপরাজিত ধর্মনগর সেমিফাইনালে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জয়ী কমলপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের শেষ চারের লাইনআপ চূড়ান্ত। ৩ এপ্রিল, প্রথম সেমিফাইনালে সদর-এ খেলবে ধর্মনগরের বিরুদ্ধে। খেলা হবে নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে। সদর-এ দল যেমন গ্রুপ-এ থেকে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। তেমনি ধর্মনগর মহকুমা দলও সেমিফাইনালে এসেছে গ্রুপ-ডি থেকে অপরাজিত ভূমিকায় শীর্ষস্থান পেয়ে। উল্লেখ্য, আজ, শনিবার গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে ধর্মনগর ৬৪ রানের ব্যবধানে লংতরাই ভ্যালিকে হারিয়ে টানা চার ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেয়েছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুবিধা পেয়ে ধর্মনগর সীমিত কুড়ি ওভারে চার উইকেটে ১২২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে লংতরাইভ্যালি ৫৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। বিজয়ী দলের বিহান দাস প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। গ্রুপের অপর খেলায় কমলপুর ৬০ রানের ব্যবধানে কাঞ্চনপুরকে পরাজিত করেছিল। কমলপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সুবিধা পেয়ে সীমিত ১৫ ওভারে এক উইকেটে ১১৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে কাঞ্চনপুর ৫৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে তুষার শীল প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং-এ রাজ্যের অমল অমরদ্বীপ, দুবাইবাসী স্পন্সরের প্রতি কৃতজ্ঞতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। ত্রিপুরার দুই পাওয়ার লিফটার পাড়ি জমাচ্ছেন এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে। স্বপ্ন সফল করার প্রত্যাশায় ৬৬ কেজি বিভাগে অমল ঘোষ এবং ১২০ কেজি বিভাগে অমরদ্বীপ দেববর্মা। ত্রিপুরার দুই প্রতিযোগী হলেও এখন তারা দেশের প্রতিনিধি। যদিও এবারকার এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কেরালার আলাপ্পূজাতে। আগামী ১ থেকে ৬ই মে অনুষ্ঠেয় চ্যাম্পিয়নশিপে দুই প্রতিযোগী কোচ শান্তনু সূত্রধর এবং ম্যানেজার প্রীয়তোষ দাস-এর তত্ত্বাবধানে ২৮ এপ্রিল কেরালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছেন। ২৯ এপ্রিল ইন্ডিয়ান টেন্টে উনারা রিপোর্ট করবেন। আজ বেলা ১১ টায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশন আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টুর্নামেন্ট ও প্রতিযোগীদ্বয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। পাশাপাশি তাদের এই এশিয়ান মিটে অংশগ্রহণের বিষয়ে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে আসা দুবাইবাসী বাংলাদেশের নাগরিক মোঃ তারিক উজ্জামানকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উনি মূলত একজন ইমপোর্ট এক্সপোর্ট এর ব্যবসায়ী হলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই প্রতিযোগীর এ ধরনের সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি স্পনসরের ভূমিকায় নিজেকে সামিল করতে সুদূর দুবাই থেকে ত্রিপুরায় চলে এসেছেন। আর্থিকভাবে সহযোগিতার পাশাপাশি তিনি তাদের সাফল্যও কামনা করছেন।

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	DNIeT No & PNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	CE(Buildings)/PWD/DNIT/ACE/Project Unit/102/2022-23 & 89/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23	Upto 3.00 pm On 18/04/2023	At 4.00 pm on 18/04/2023 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura.

ICA-C-003/23

PNIeT NO- 55/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below:-

Sl .NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding	Date of opening
1	DNIe-T-115/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23	Rs. 811654.00	18-04-2023	19-04-2023
2	DNIe-T-119/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23	Rs. 811654.00		
3	DNIe-T-126/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23	Rs. 808936.00		
4	DNIe-T-127/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23	Rs. 933398.00		
5	DNIe-T-133/EE/PWD(DWS)/AMB/2022-23	Rs. 6925187.00		

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/- (Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa
Dhalai District, Tripura

ICA-C-010/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 36/EE-JRN/PWD/2022-23 Dated: 27 -03-2023

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the works below:-

Sl. No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	TENDER FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 10(ten) Nos. Staff Quarters at Ranirbazar Primary Health Centre (PHC) sanctioned under NHM / SH: Construction of 06(six) nos Type-II quarters (one block-twin - G+2 storied) for Ranirbazar Primary HealthCentre (PHC) at Ranirbazar, West Tripura / Building portion including internal water supply, Sanitary installation, Sewage and Drainage works. **DNIeTNo: ACE/Project Unit/PWD (Buildings) /Unit/DNIT/100/2022-23**	₹.1,71,50,0533.31	₹.3,43,001.00	450 Days	₹.8,000.00	Up to 15.00 Hrs 28-04-2023	At 15.30 Hrs on 28/04/2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Strengthening of road from Mandwi Chowmohoni to Kali Chowmohoni under RIDF XXVIII of NABARD. **DNIeT No:145/CE/PWD(R&B)/ S(P&DU)/ 2022-23.**	₹.3,46,90,529.00	₹.6,93,811.00	450 Days	₹.8,000.00				

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 28-03-2023 to 28-04-2023 and last date of downloading and submission of bid is **28-04-2023 upto 3.00 pm.** Submission of Tenders physically is not permitted.

For and on behalf of the Government of Tripura
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura

ICA-C-006/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যু বার্ষিকীতে বাধারঘাটে রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

রাজ্য সরকার সবাইকে নিয়ে উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চায় : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। রাজ্যে বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। রাজ্য সরকার সবাইকে নিয়ে উন্নত ত্রিপুরা- শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চায়। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস এটাই সরকারের মূল মন্ত্র। সরকারের প্রতিটি কাজকর্মে এই লক্ষ্যই প্রতিফলিত হয়। আজ আগরতলার বাধারঘাটস্থিত চারিপাড়া বিদ্যালয় পাড়ায় প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের চতুর্থ প্রয়াণ বার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত শ্রদ্ধা'লি ও রক্তদান শিবিরের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী (ডাঃ) সাহা প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বলেন, প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের মধ্যে সব সময় মানুষকে সাহায্য করার প্রবণতা ছিল। প্রয়াত বিধায়কের মানুষকে নিয়ে চলার নীতি আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে গেলেই প্রয়াত বিধায়কের প্রতি যথার্থ সম্মান জানানো হবে। তিনি বলেন, সমস্ত দানের মধ্যে রক্তদান হচ্ছে সর্বোচ্চ দান। রক্তের কোনও ধর্ম নেই, জাত নেই, লিঙ্গ নেই। রক্তদানের চেয়ে বড় মানবসেবা অন্য কিছু হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের কারণে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের ঘাটতি দেখা দিলেও বর্তমানে স্বেচ্ছা রক্তদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, সংগঠন এগিয়ে আসায় জনজাগরণ স'ষ্টি করেছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রেও সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিগণ বৈঠক করতে ত্রিপুরায় আসছেন। রাজ্যের বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গাগুলি তারা পরিদর্শন করবেন। রাজ্যের ক'ষ্টি সংস্ক'তির পাশাপাশি প্রদর্শিত বিভিন্ন স্টলগুলির মাধ্যমে রাজ্যের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীগুলি বিদেশের প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হবে। এর ফলে ত্রিপুরা বিশ্বের মানচিত্রে বিশেষ স্থান করে নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভ-াচার্য্য, প্রয়াত বিধায়কের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা রাজকুমার সরকার আলোচনায় প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ম'তিচারণ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত সহ পুরনিগমের কর্পোরেটরগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আপন ঘর ব'ঙ্কা আবাসনের ২ জন আবাসিকের হাতে রেশন সামগ্রী তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। রক্তদান শিবিরে ৯১ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। একাধিক অভিযোগ তুলে শনিবার এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের টানাপোড়েনে বিপাকে পড়ছে ছাত্র ছাত্রীরা। এই সমস্যা সামধানের দাবী জানান এ বি ভি পি-র নেতৃত্বরা। এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে এম বি বি এবং বি বি এম কলেজ। এই দুটি কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সুম্মূখীন হতে হচ্ছে। এডমিট কার্ডে বিষয় ভুল রয়েছে। দুটি সেমিস্টারে একই বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পর তৃতীয় সেমিস্টারে তা বদল হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা নিয়ে প্রন্সিপালের কাছে গেলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামকের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। বিশ্ব বিদ্যালয় কলেজের উপর সমস্ত কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার পরীক্ষার আগে ও পরে সমস্যায় পড়ছেন ছাত্র ছাত্রীরা। মাঝে নিয়ম করা হয় চতুর্থ সেমিস্টারে কোন বিষয়ে ব্যাক থাকলে পরবর্তী সেমিস্টার দেওয়া যাবে না। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই সিদ্ধান্ত নিতে পারলে কেন এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয় তা কার্যকর করতে পারবে না। এই ধরনের একাধিক অভিযোগ তুলে শনিবার এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায় এ বি ভি পি। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের টানাপোড়েনে বিপাকে পড়ছে ছাত্র ছাত্রীরা। এই সমস্যা সামধানের দাবী জানান এ বি ভি পি-র নেতৃত্বরা। দুই কলেজের প্রন্সিপাল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একত্রে বসে অবিলম্বে সমস্যা সমাধান করে ফর্ম ফিলাপের দিনক্ষন বাড়ানোর দাবীতে এই বিক্ষোভ বলে জানান এ বি ভি পি-র নেত্রী।

কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রুটিন ভিজিটে এলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ এপ্রিল।। শনিবার দুপুর একটায় বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার পরিদর্শন করেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড।রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি সংশোধনাগারে এরকম রুটিন ভিজিট হয়ে থাকে। শনিবার দুপুরে বিশালগড়স্থিত কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে প্রথমে প্রধান বিচারপতিকে গার্ড অফ অনার প্রদান করেন কারারক্ষীরা। বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস প্রধান বিচারপতিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান।প্রধান বিচারপতি সংশোধনাগারে প্রবেশ করে প্রথমেই সংশোধনাগারের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি, সংশোধনাগারের ব্যবস্থাপনা, কারা আবাসিকদের সুবিধা অসুবিধা সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেছেন। কোথাও কারা আবাসিকদের মানবাধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে কি-না খতিয়ে দেখেছেন। কথা বলেছেন সংশোধনাগারের আধিকারিকদের সঙ্গে। মূলত এটা ছিল রুটিন ভিজিট। সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তক্রমে সবগুলি সংশোধাগারে পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করা হবে। এরই অঙ্গ হিসাবে এই পরিদর্শন। কয়েদিদের সাথে খোলামেলা কথা বলেন প্রধান বিচারপতি।এরপর কমলাসাগর কসবেশ্বরী কালী মন্দিরে যান বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড। ভারত বাংলা সীমান্ত ঘেঁষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রে খানিকটা সময় কাটান তিনি।প্রধান বিচারপতি সংশোধনাগার পরিদর্শনে মহকুমা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাহুল দাস,বিশালগড় থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি, এডভোকেট জেনারেল ত্রিপুরা সহ অন্যান্য আধিকারিক গণ।

বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকায় পানীয় জলের জন্য হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। চৈত্রের আবির্ভাবে ৫৫ বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ জনজাতি এলাকা দিয়ে পানীয় জলের তীব্র সংকট শুরু হয়েছে। বালিছড়া,টং ছড়া, জৈয়াথং, নোয়াগাঙ এডিসি এলাকাগুলিতে পানীয় জল নিয়ে হাহাকার শুরু হয়েছে। শুক্রবার অর্থাৎ ৩১ মার্চ ঈদ সমস্যা নিয়ে তিপরা মথাদলের ২০২৩ এর নির্বাচনের বিজিত প্রার্থী কল্পনা সিনহার নেতৃত্বে লিনেকার হালান, কমলজিত রিয়াং, উড়েন জয় হলাম সহ একগুচ্ছ সমর্থক কালাছড়া আরডি ব্লকের বিডিও অমিত চন্দের সাথে দেখা করেন এবং স্মারকলিপি প্রদান করেন। তারা জানান বালিছড়া এডিসি ভিলেজে ছয়টি কোয়া এবং তিনটি ওয়াটার রিজার্ভারের কাজ ২০১৯ থেকে শুরু হলেও এখনো কাজ শেষ হয়নি এবং কাজের গুণগতমান হচ্ছে খুবই নিম্নমানের। আগে মাঝে মাঝে ডি ডব্লিউ এস এর গাড়ি করে তাদেরকে পানীয় জল সাপ্লাই দেওয়া হতো কিন্তু এখন জল দেওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাদেরকে বোলেরো গাড়ি করে প্রত্যেকদিন বাইরে থেকে জল কিনে জীবন যাপন করতে হচ্ছে। গ্রাম থেকে জলের উৎস প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার। এমনভাবে প্রতিদিনকার জল কিনে জীবন অতিবাহিত করা খুবই কঠিন ব্যাপার। ব্লক আধিকারিক এর সাথে দেখা করলে তিনি আশ্বাস দেন আগামী সপ্তাহে ডিডাব্লিউএস এর এসডিও গ্রামের পঞ্চায়েত সচিব তাদেরকে নিয়ে তিনি নিজেই এলাকা পরিদর্শন করবেন এবং এর একটা সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দেন। এদিকে বিধানসভায় এই এলাকার বিধায়কের নীল ছবি দেখার ঘটনাকে এলাকা জুড়ে ছিঃ ছিঃ দিচ্ছে তার এলাকার মানুষ। তারা রাজ্য সরকার যেহেতু একই দলের তাই রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নেয় তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত ছয় যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ এপ্রিল।। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক যান দুর্ঘটনা , আতঙ্কিত নিত্য যাত্রীরা।গত দুইদিন পূর্বে দুটি ভয়াবহ যান দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় উদয়পুর থেকে আগরতলা যাবার পথে বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ান বাজারে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারুতি ইকো গাড়ি ,এতে গুরুতর আহত হন গাড়িতে থাকা ছয় জন যাত্রী। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে এসে গুরুতর আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ।

পুলিশ গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার গাড়িটিকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন অদ্রিকা রায় পিতা দীপক রায়,বাড়ি উদয়পুর বাগমা এলাকায়, তনুশ্রী রায় স্বামী দীপক রায় বাড়ি উদয়পুর বাগমা এলাকায়, রাজীব ভট্টাচার্জ পিতা রঞ্জিত ভট্টাচার্য বাড়ি আগরতলা এলাকায়,নিপা দেববর্মা স্বামী প্রমোদ দেববর্মা বাড়ি আগরতলা গোর্খাবস্তি, শংকর পাল পিতার নাম অনিল চন্দ্র পাল বাড়ি সুভাষ নগর, পরেশ দেববর্মা, বাড়ি আগরতলা বাবার নাম জানা যায় নি।

তাদের মধ্যে শংকর পাল, পরেশ দেববর্মা, অদ্রিকা রায় তিনজনকে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে।সংবাদ মাধ্যমে দারস্ত হয়ে এমনটি জানান চিকিৎসক রিয়া দেববর্মা।

বক্সনগরে ইকো ও বোলেরোর সংঘর্ষে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। বক্সনগরে ইকো ও বোলের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন একজন। আছো তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতাল থেকে জিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বক্সনগর বন দপ্তর অফিস সংলগ্ন এলাকায় বোলেরো ও ইকো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক।ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার রাতে বক্সনগর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক মাঠে ভারত মাতার পূজার অর্কেস্টা শেষে বেলোয়ারচর নাড়ু বাড়ির এলাকার সুভাষ চন্দ্র দেব নামে এক ব্যক্তি তার নিজস্ব বোলেরো গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বক্সনগর বন দপ্তর অফিস সংলগ্ন স্থানে যেতেই বিশালগড় থেকে আশা একটি ইকো মুখোমুখি ধাক্কা দেয়। তাতেই বোলেরো গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লুঙ্গায় পড়ে যায়। ইকো গাড়িটি বোলেরো গাড়িটিকে ধাক্কা মেরে বক্সনগর বন দপ্তর অফিস এলাকায় গিয়ে গাড়ি ফেলে চালক পালিয়ে যায়। এদিকে গুরুতর আহত বুলেরো গাড়ির চালক সুভাষচন্দ্র দেব জিবি হাসপাতালের চিকিৎসাধীন।

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে লাইট এণ্ড সাউণ্ড শোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। বর্তমান সরকার রাজ্যের ইতিহাসকে খঁজে বের করার চেষ্টা করছে। একইভাবে রাজ্যের ক'ষ্টি সংস্ক'তিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে লাইট এণ্ড সাউণ্ড শোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে যাতে দেশ বিদেশের পর্যটকরা এখানে এসে ত্রিপুরা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা নিয়ে ফিরতে পারেন। লাইট এণ্ড সাউণ্ড শো-কে ঐতিহাসিক হিসেবে আখ্যায়িত তিনি বলেন, এই শো-এ রাজ্যের গৌরবময় অতীত তুলে ধরা হচ্ছে। জি-২০ শীর্ষক সম্মেলনের আয়োজনের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীকাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগ দিতে রাজ্যে আসছেন। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের আয়োজন করা রাজ্যবাসীর পক্ষে এক বিরাট ঘটনা বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক প্রচেষ্টায় ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যও এই আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার দায়িত্ব পেয়েছে। গত বছরের আগষ্ট মাস থেকেই এজন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা পৃথিবীর কাছে ভারতের ক'ষ্টি সংস্ক'তিকে তুলে ধরা। পর্যটনকে আরও বিকশিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আগামী দিনে আগরতলাকে উত্তর-পূর্বা'লের মধ্যে একটি অত্যাধুনিক শহর হিসেবে কিভাবে গড়ে তোলা যায় সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এগিয়ে যেতে চাইছে। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। রাজ্যের রাজধানী আগরতলাকে উৎক'ষ্ট পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, যেসমস্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে সেগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব সবার। স্বাগত ভাষণে আগরতলা মার্ট সিটির সিইও ডা. শৈলেশ কুমার যাদব বলেন, আজ যে প্রকল্পটি উদ্বোধন হয়েছে তার কাজ ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে গড়ে উঠা লাইট এণ্ড সাউণ্ড শো কর্মসূচির জন্য ব্যয় হয়েছে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ৩০ মিনিটের লাইট এণ্ড সাউণ্ড শো প্রোগ্রামে রাজ্যের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, মুখ্যমন্ত্রী পত্নী স্বপা সাহা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, নগরউন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা প্রমুখ।

আগরতলা রেল স্টেশন থেকে ১২০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। গোপন খবরের ভিত্তিতে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১১ টি কোম্পানির ১২০টি সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল উদ্ধার করল জিআরপি থানার পুলিশ। সঙ্গে আটক করা হয় তিনজনকে, যারা এই মোবাইল গুলা নিয়ে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে বিলোনিয়ার দিকে যাচ্ছিল। তারা হল শান্তি রঞ্জন চাকমা, সবীরাজ চাকমা, ইন্দ্র মোহন চাকমা। সকলের বাড়ি সাব্রুমের শিলাছড়ি থানা এলাকায়। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

কর্পোরেটর রত্না দত্ত অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর রত্না দত্ত গুরুতর অসুস্থ। তাঁর হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তড়িঘরি তাঁকে ব্যাঙ্গালুর নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর স্বামী নারায়ণ দত্ত আজ জানিয়েছেন তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। ব্যাঙ্গালুর মনিপাল হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। অসুস্থতার সংবাদে শ্রীমতি দত্তের অনুগামী ও এলাকার জনমনে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

শ্রম কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘের প্রতিনিধিরা।

দক্ষিণ জেলাতেও সুস্থ্য শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ এপ্রিল।। সাড়া ত্রিপুরার সাথে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতেও সম্পন্ন হল মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ্য শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানের চতুর্থ পর্ব, ২০২৩ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখ থেকে ৩১ তারিখ অব্দি চলেছিল এই অভিযান। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস বলেন যে,এই অভিযানের প্রথম ধাপে ১ থেকে ১৯ বছর বয়সি বালক বালিকাদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বিদ্যালয়ে কৃমিনাশক ঔষধ, আইরন ট্যাবলেট, জিংক ওআরএস, ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় এবং যারা বিদ্যালয়ে ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ওই ঔষধ গুলো খায়নি তাদেরকে পরবর্তী সময়ে আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়িকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে উক্ত ঔষুধ গুলো প্রদান করবেন। উক্ত অভিযানে ১০ বছর এবং ১৬ বছরের বালক বালিকাদের টিডি ভ্যাকসিনেশনও করানো হয়েছে। তৎসঙ্গে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ১ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে কারোর জ্বর ও শরীরে কোনো ফুসকুড়ি থাকলে তাও নথিভুক্ত করেছেন। কোন বাড়িতে বাল্যবিবাহ এবং কিশোরী অবস্থায় কোনো গর্ভবতী থাকলে তাদের নামও নথিভুক্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ্য শৈশব এবং সুস্থ কৈশোর অভিযানের দক্ষিণ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নোডাল অফিসার তথা জেলার পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাক্তার মনীষ চৌধুরী বলেন যে, উক্ত অভিযানে জেলার সর্বত্র আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা খুব ভালো কাজ করেছেন এবং ১ থেকে ১৯ বছর বয়সি সবাইকে উক্ত অভিযানের অন্তর্গত পরিষেবা গুলি ভালোভাবে প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে সরকার রাজ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে আগ্রহী ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে আগ্রহী। গতকাল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী আর কে সিং-এর সাথে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথের আলোচনা হয়। আজ সচিবালয়ে নিজ অফিস কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর সাথে রাজ্যে গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ দপ্তরের সাফল্যের ক্ষতিয়ান এবং আগামী দিনের দপ্তরের পরিকল্পনা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ক্লিন এনার্জি এবং গ্রিন এনার্জি-র দিকে এগোচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় রাজ্যে ক্লিন ও গ্রিন এনার্জি বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যে পুনর্নবীকরণ শক্তি স'য় কেন্দ্র স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তা করবে। এই বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার রাজ্যের জলসম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আগ্রহী। রাজ্যে গ্রিন হাউড্রোজেন প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে। এই বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসবে। তিনি জানান, রাজ্য থেকে বাংলাদেশকে এনটিপিসি বিদ্যৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেডের মাধ্যমে প্রায় ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যৎ সরবরাহ করা হয়। এনটিপিসি বিদ্যৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেডের কাছ থেকে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ নিগমের অর্থ পাওনা রয়েছে। এই বকেয়া অর্থ পাওয়ার বিষয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যৎমন্ত্রী জানান, রাজ্য বিদ্যৎ নিগম সৌভাগ্য যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিছু পরিমাণ অর্থ পাওনা রয়েছে। সেই অর্থ রাশিও যাতে রাজ্য সরকার দ্রত পেতে পারে সেই বিষয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী গত পাঁচ বছরে দপ্তরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে জানান, গত পাঁচ বছরে ৩টি নতুন ১৩২ কেভি সাব স্টেশন তৈরী করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে নতুন ১৩২ কেভি লাইন সম্পসারিত হয়েছে ১৫৪ কিলোমিটার। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৩৯ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে ২২টি নতুন ৩৩ কেভি সাব স্টেশন তৈরী করা হয়েছে। পাঁচ বছরে ৩ হাজার ৯৯৩ কিলোমিটার নতুন এইচটি লাইন সম্পসারিত হয়েছে। ৯ হাজার ১২৭ কিমি নতুন এলটি লাইন সম্পসারিত হয়েছে। ২১৮ কিমি নতুন আণ্ডার গ্রাউণ্ড ক্যাবল লাইন তৈরী হয়েছে। গত পাঁচ বছরে বিনামূল্যে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৩২টি পরিবারে বিদ্যৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, মার্ট মিটার বসানো হয়েছে। বিদ্যৎমন্ত্রী জানান, গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ মাশুল কিছুই বাড়ানো হয়নি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।